বিভিন্ন সময়ে পাঠকৃত ওযীফা এবং
দোয়া সম্বলিত মাদানী পুষ্পগুচ্ছ

আল্ ওযীফাতুল করীমা

লিখক :

আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লত

মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ

- সকাল সন্ধ্যায় পাঠ করার ওযীফা
- সাপ, বিচ্ছু ইত্যাদি থেকে নিরাপদ থাকার জন্য
- শয়তান এবং তার বাহিনী থেকে নিরাপদ থাকার জন্য
- দ্বীন, ঈমান, জান, মাল, সন্তান সব নিরাপদ থাকবে
- ঋণ পরিশোধের জন্য
- পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর পাঠ করার ওযীফা
- শোয়ার সময় পাঠ করার ওযীফা

আল-মদীনাতুল ইলমিয়া
[দা'ওয়াতে ইসলামী]

সনাক্তিকরণ

কিতাব পাঠের সময় প্রয়োজন অনুসারে আন্ডারলাইন করুন, সুবিধামত চিহ্ন ব্যবহার করে পৃষ্ঠা নম্বর নোট করে নিন। ان شاء الله عَزَّوَجَلَّ জ্ঞানের মধ্যে উন্নতি হবে।

নং	বিষয়	নং	বিষয়

www.dawateislami.net

বিভিন্ন সময়ে পাঠকৃত ওযীফা ও দোয়া সম্বলিত মাদানী পুষ্পগুচ্ছ

আল্ ওযীফাতুল করীমা

লিখক

আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত

মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ

উপস্থাপনায়

আল্ মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ (দা'ওয়াতে ইসলামী)

আ'লা হযরতের কিতাব বিভাগ (শোবায়ে কুতুবে আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ)

প্রকাশনায়

মাকতাবাতুল মদীনা

www.dawateislami.net

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ یَارَسُوْلَ اللہ وَعَلٰی اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ یَا حَبِیْبَ اللہ

কিতাবের নাম	:	আল্ ওযীফাতুল করীমা
লিখক	:	আ'লা হযরত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ
উপস্থাপনায়	:	আল্ মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ আ'লা হযরতের কিতাব বিভাগ
প্রকাশকাল	:	সফরুল মুজাফফর ১৪৪০ হিজরি অক্টোবর ২০১৮ ইংরেজি
প্রকাশনায়	:	মাকতাবাতুল মদীনা

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা।

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী।

মাকতাবাতুল মদীনা কে.এম.ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

bdmaktabatulmadina26@gmail.com

মাদানী অনুরোধঃ অন্য কারো এই কিতাবটি ছাপানোর অনুমতি নেই

www.dawateislami.net

সূচীপত্র

নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা
১	কিতাবটি পাঠ করার ১৫টি নিয়্যত	৫
২	আল মদীনাতুল ইলমিয়ার পরিচিতি	৬
৩	প্রারম্ভ কথা	৮
৪	মাওলানা হামিদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর খুতবা	১০
৫	সকাল সন্ধ্যার পরিচিতি	১২
৬	সকাল সন্ধ্যায় পাঠ করার ওযীফা	১২
৭	শুধুমাত্র সকালে পাঠ করার ওযীফা	১৮
৮	পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর পাঠ করার ওযীফা	২০
৯	ফজর ও আসরের নামাযের পর পাঠ করার ওযীফা	২২
১০	ফজরের নামাযের পর পাঠ করার ওযীফা	২২
১১	মাগরীবের নামাযের পর পাঠ করার ওযীফা	২৩
১২	রাত্রিকালিন পাঠ করার ওযীফা	২৩
১৩	ইশার নামাযের পর পাঠ করার ওযীফা	২৪
১৪	শোয়ার সময় পাঠ করার ওযীফা	২৬
১৫	ঘুম থেকে উঠে পাঠ করার ওযীফা	২৯
১৬	তাহাজ্জুদ	২৯
১৭	চার আঘাতের যিকির	৩০
১৮	যিকিরে খফী	৩১
১৯	সার্বক্ষণিক আল্লাহর স্মরণ	৩১
২০	শায়খের ধ্যান	৩২
২১	তথ্যসুত্র	৩৩

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

কিতাবটি পাঠ করার ১৫টি নিয়্যত

নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(আল মু'জামুল কাবির লিত তাবারানি, ৬/১৮৫, হাদীস- ৫৯৪২)

দুইটি মাদানী ফুল:

(১) ভাল নিয়্যত ছাড়া কোন ভাল কাজের সাওয়াব পাওয়া যায়না।

(২) ভাল নিয়্যত যত বেশি, সাওয়াবও তত বেশি।

(১) প্রতিবার হামদ ও (২) সালাত এবং (৩) তাউয ও (৪) তাসমিয়া সহকারে শুরু করবো। (এই পৃষ্ঠার প্রারম্ভে দেওয়া আরবী ইবারতটি পাঠ করাতে এই চারটি নিয়্যতের উপর আমল হয়ে যাবে) (৫) যথা সম্ভব এই কিতাবটি ওযু সহকারে এবং (৬) কিবলামুখী হয়ে পাঠ করব। (৭) **আল্লাহ**র যিকিরের ফযীলত অর্জন করবো। (৮) কিছু না কিছু ওযীফা পাঠ করার অভ্যাস গড়বো (বিশেষ করে নামাযের পরের ওযীফা) (৯) যেখানে যেখানে **আল্লাহ তায়ালা**র নাম আসবে সেখানে "عَزَّوَجَلَّ" এবং (১০) যেখানে যেখানে **"নবী"**র নাম মোবারক আসবে সেখানে "صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم" পাঠ করবো (১১) যে মাসআলাটি বুঝবো না, তার জন্য আয়াত: " فَسْـَٔلُوْۤا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۴۳﴾ " **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** "সুতরাং হে লোকেরা! জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা করো যদি তোমাদের জ্ঞান না থাকে।" **(১৪তম পারা, সূরা নাহল, আয়াত ৪৩)** এর উপর আমল করে আলিমের নিকট স্বরনাপন্ন হবো। (১২) ওযীফা পাঠ করার পূর্বে কোন সুন্নি ক্বারী সাহেব বা আলিমকে শুনিয়ে নিজের মাখারিজ বিশুদ্ধ করে নিবো (১৩) প্রত্যেক ওযীফা পাঠ করার আগে ও পরে কমপক্ষে একবার দরূদ শরীফ পাঠ করবো (১৪) সকল উম্মতকে এর ইছালে সাওয়াব করবো (১১) কিতাবের লিপিকাকরণ ইত্যাদিতে শরয়ী কোন ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তা লিখিতভাবে অবহিত করব। (প্রকাশক ও রচয়িতাদের কিতাবের ভূলত্রুটি সম্পর্কে শুধুমাত্র মুখে বলাতে তেমন কোন উপকার হয় না।)

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

আল মদীনাতুল ইলমিয়া

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী (دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه) এর পক্ষ থেকে:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى اِحْسَانِهٖ وَبِفَضْلِ رَسُوْلِهٖ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দাওয়াতে ইসলামী** নেকীর দাওয়াত, সুন্নাতের পুনর্জাগরণ এবং ইলমে শরীয়াতকে সারা দুনিয়ায় প্রসারের সুদৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। এসকল কার্যাবলীকে সুচারুরূপে সম্পাদন করার জন্য কিছু মজলিশ (বিভাগ) গঠন করা হয়েছে। তন্মধ্যে একটি মজলিশ হলো **'আল মদীনাতুল ইলমিয়া'**। যা **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সম্মানিত ওলামা ও মুফতীগণের كَثَّرَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى সমন্বয়ে গঠিত। এটা বিশেষ করে শিক্ষা, গবেষণা ও প্রচার ও প্রকাশনামূলক কাজের গুরুদায়িত্ব হাতে নিয়েছে। এতে নিম্নের ৬টি বিভাগ রয়েছে। যথা:

১. আ'লা হযরতের কিতাব বিভাগ (শোবায়ে কুতুবে আ'লা হযরত)
২. পাঠ্য পুস্তক বিভাগ (শোবায়ে দর্‌সি কুতুব)
৩. সংশোধন মূলক কিতাব বিভাগ (শোবায়ে ইছলাহী কুতুব)
৪. কিতাব অনুবাদ বিভাগ (শোবায়ে তারাজিমে কুতুব)
৫. কিতাব নিরীক্ষণ বিভাগ (শোবায়ে তাফতীশে কুতুব)
৬. উৎস নিরুপণ বিভাগ (শোবায়ে তাখরীজ)

www.dawateislami.net

'আল মদীনাতুল ইলমিয়া'র সর্বপ্রথম প্রধান কাজ হচ্ছে আ'লা হযরত, ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত, আযীমুল বরকত, আযীমুল মারতাবাত, পরওয়ানায়ে শময়ে রিসালত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, হামিয়ে সুন্নাত, মাহিয়ে বিদআত, আলিমে শরীয়াত, পীরে তরীকত, বাইছে খাইরো বারাকাত, হযরত আল্লামা মাওলানা আলহাজ্ব, আল হাফেজ, আল ক্বারী, শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ এর দুর্লভ ও মহামূল্যবান কিতাবাদিকে বর্তমান যুগের চাহিদানুযায়ী যথাসাধ্য সহজ সবলীল ভাষায় পরিবেশন করা। সকল ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনেরা এই শিক্ষা, গবেষণা ও প্রচার-প্রকাশনামূলক মাদানী কাজে সবধরনের সর্বাত্মক সহায়তা করুন। আর মজলিশের পক্ষ থেকে প্রকাশিত কিতাবগুলো স্বয়ং নিজেরাও পাঠ করুন এবং অন্যদেরকেও পড়তে উদ্বুদ্ধ করুন।

আল্লাহ তায়ালা দা'ওয়াতে ইসলামীর 'আল মদীনাতুল ইলমিয়া' মজলিশ সহ সকল মজলিশগুলোকে দিন দিন উন্নতি ও উৎকর্ষতা দান করুক। আর আমাদের প্রতিটি ভাল আমলকে ইখলাছের সৌন্দর্য দ্বারা সুসজ্জিত করে উভয় জাহানের মঙ্গল অর্জনের ওসিলা করুক। আমাদেরকে সবুজ গম্বুজের নিচে শাহাদাত, জান্নাতুল বাক্বীতে দাফন এবং জান্নাতুল ফিরদাউসে স্থান দান করুক।

اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الۡاَمِین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

রমযানুল মোবারক ১৪২৫ হিজরি।

www.dawateislami.net

প্রারম্ভ কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

পবিত্র কোরআনে করীমে **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করেন:

فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيٰمًا وَّقُعُوْدًا

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: অতঃপর তোমরা যখন নামাজ পড়ে ফেলবে, তখন দাঁড়িয়ে আর বসে **আল্লাহ**র স্মরণ করবে। (পারা ৫, সূরা নিসা, আয়াত ১০৩)

সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ নাঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই আয়াতে মোবারাকার আলোকে **খাযাইনুল ইরফানে** বলেন: "অর্থাৎ **আল্লাহ**র যিকির বা স্মরণকে সর্বাবস্থায় অব্যাহত রাখো এবং কোন অবস্থাতেই **আল্লাহ**র স্মরণ থেকে উদাসীন হয়ো না। হযরত ইবনে আব্বাস رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا বলেন: "**আল্লাহ তায়ালা** প্রত্যেক ফরযের একটা সময়সীমা নির্ধারণ করেছেন একমাত্র 'যিকির' ব্যতিত; সেটার কোন সময়সীমা রাখেননি বরং ইরশাদ করেন: 'যিকির করো দন্ডায়মান হয়ে, বসে, করটসমূহের উপর শুয়ে- রাতে হোক কিংবা দিনে; স্থলে হোক কিংবা জলে, সফরে হোক কিংবা ঘরে, সচ্ছলতায় ও অভাবগ্রস্থ অবস্থায়; সুস্থতায় এবং অসুস্থতায়; গোপনে এবং প্রকাশ্যে।'

মক্কী মাদানী সুলতান, রহমতে আলমিয়ান, হুযুর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "**আল্লাহ তায়ালা**র নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় আমল হলো, তোমাদের মৃত্যু যেন এমন অবস্থায় হয় যে, তোমাদের মুখ **আল্লাহ**র যিকিরে সতেজ থাকবে।" (আল জামেউস সগীর লিস সুয়ূতী, ১৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৯৮)

নবীয়ে করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যেই ব্যক্তি দিনে শুরু কোন ভাল কাজ দিয়ে করে এবং দিনটি ভাল কাজের মাধ্যমে শেষ করে, তবে **আল্লাহ তায়ালা** আপন ফিরিশতাদের ইরশাদ করেন: "উভয়টির মাঝখানে যেসব (সগীরা) গুনাহ রয়েছে সেগুলো লিপিবদ্ধ করো না।"

(আল জামিউস সগীর লিস সুয়ূতী, হাদীস নং- ৮৪২৩, ৫১৩ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কোরআন ও হাদীসে **আল্লাহ**র যিকিরের অনেক উৎসাহ দেওয়া হয়েছে এবং তার ফযীলতও অসংখ্য। মানুষের উচিৎ, তারা যেনো নিজের অন্তর ও জিহ্বাকে **আল্লাহ**র যিকিরে লিপ্ত রাখে এবং যে কোন মুসিবত ও কষ্টতেও এ থেকে বিরত না থাকে। আমাদের বুযর্গানে দ্বীনগণ رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن তাঁদের সারা জীবন **আল্লাহ**র যিকিরেই অতিবাহিত করেছেন এবং তাঁদের সংশ্লিষ্টদেরকেও নিয়মিত ফরয ও ওয়াজিব আদায়ের পাশাপাশি সর্বদা **আল্লাহ**র যিকিরে লিপ্ত থাকার উৎসাহ ও শিক্ষা দিতেন, বরং উম্মতদের কল্যাণ কামনার পবিত্র প্রেরণার আলোকে তাঁরা কোরআন-হাদীস ও অন্যান্য রেওয়ায়তের আলোকে বিভিন্ন ধরনের যিকির সমন্বয় করে দিয়েছেন আর সকাল ও সন্ধ্যা এবং দিন ও রাতে তা নির্দ্দিষ্ট-সংখ্যায় পড়ার উৎসাহ দিয়েছেন। যাতে করে এতে আমলকারীদের অন্তর সতেজ থাকে এবং আখিরাতের মঙ্গল অর্জিত হয়। আ'লা হযরত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত মাওলানা শাহ আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ও ওযীফা সমূহের একটি সমন্বিত রূপ সংকলন করেছেন। যা **'আল্ ওযীফাতুল করীমা'** নামে সুপ্রসিদ্ধ। যাতে তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ সকাল ও সন্ধ্যা এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামায পরবর্তী ওযীফা এবং এর ফযীলত বর্ণনা করেছেন আর পাশাপাশি যিকরে খফীর পাঁচটি বিশেষ পদ্ধতিও বর্ণনা করে দিয়েছেন। তাছাড়া সব শেষে আপন শায়খের ধ্যান করার পদ্ধতিও বর্ণনা করে দিয়েছেন। **আল্লাহ তায়ালা** আমাদেরকে সেসব ওযীফা দ্বারা উপকৃত হওয়ার তৌফিক দান করুক এবং আউলিয়াদের ফয়য দ্বারা আমাদের ধন্য করুক। আমীন!

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র **"আল মদীনাতুল ইলমিয়া"** মজলিশের মাদানী ওলামাগণ دَامَتْ فُيُوْضُهُم সেই সংকলনকেও নতুন আঙ্গিকে পেশ করার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন এবং সেই উদ্দেশ্যে সমস্ত ওযীফা সমূহের যথাসম্ভব মূল উৎসগুলো সমন্বয় করেছেন এবং পাদটীকা স্বরূপ সেগুলোর বরাতসহ এবং দোয়াগুলোর অনুবাদও লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন। **আল্লাহ তায়ালা** ওলামায়ে কেরামের دَامَتْ فُيُوْضُهُم সেই পরিশ্রমের জন্য তাঁদেরকে উত্তম প্রতিদান দান করুক এবং তঁদের ইলম ও আমলে বরকত দান করুক আর **দা'ওয়াতে ইসলামী**র **"আল্ মদীনাতুল ইলমিয়া"** মজলিশসহ অন্যান্য সকল মজলিসকে উত্তরোত্তর উন্নতি দান করুক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْن صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আ'লা হযরতের কিতাব বিভাগ (আল্ মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ)

www.dawateislami.net

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

حَامِدًا لِّمَنۡ جَعَلَ الدُّعَآءَ عِبَادَةً بَلۡ مُخَّ الۡعِبَادَةِ وَاَمَرَ بِاُدۡعُوۡنِیۡ

عِبَادَهٗ وَاَلۡزَمَهٗ بِوَعۡدِهِ الۡاِجَابَةَ وَمَنۡ دَعَارَبَّهٗ لَبَّیۡكَ یَاعَبۡدِیۡ اَجَابَهٗ

قَالَ رَبُّكُمُ ادۡعُوۡنِیۡۤ اَسۡتَجِبۡ لَكُمۡ وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِیۡ عَنِّیۡ فَاِنِّیۡ

قَرِیۡبٌ اُجِیۡبُ دَعۡوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ فَاِنَّهٗ سَمِیۡعٌ مُّجِیۡبٌ وَّمُصَلِّیًا

وَّمُسَلِّمًا عَلٰی مَنِ اخۡتَبَاَ دَعۡوَتَهُ الۡمُسۡتَجَابَةَ لِیَوۡمِ الۡمَثَابَةِ وَعَلٰۤی اٰلِهٖ

وَاَصۡحَابِهٖ مَا انۡهَلَّ الدِّیۡمُ مِنَ السَّحَابَةِ ط اٰمِیۡن

সেই মহান সত্তার জন্য সমস্ত প্রশংসা[১], যিনি আমাদেরকে **জগতের মাওলা, সবচেয়ে বড় অভিভাবক, মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর জগতের আশ্রয়রূপী মহান দরবারের গোলামের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করেছেন, আমাদের হাতে হুযুর সায়্যিদুনা গাউছে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ এর দয়ায় আঁচল দিয়েছেন, **তাঁর** আউলিয়া, আমাদের সিলসিলার মাশায়িখ বিশেষ করে আমাদের আক্বা ও মাওলা হুযুর সায়্যিদুনা আ'লা হযরত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর দয়াময় ছায়া আমাদের উপর সুবিস্তৃত করেছেন। যিনি আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন: তোমাদের লজ্জা সম্পন্ন দয়াময় প্রতিপালক **আল্লাহ তায়ালা** লজ্জাবোধ করেন যে, বান্দা **তাঁর** দরবারে হাত প্রসারিত করেন আর **তিনি** তাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিবেন, আমাদের স্বয়ং দোয়া করার আদেশ দিয়েছেন এবং **তাঁর** দয়ায় প্রার্থনা কবুল করাকে আবশ্যক করেছেন:

---

(১) হুযুর সায়্যিদুনা আ'লা হযরত কিবলা رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ ভূমিকা স্বরূপ কিছু লিপিবদ্ধ করতে চেয়েছেন, কিন্তু তাঁর পবিত্র মনে যা ছিলো তা তিনি বুকেই রেখে দিয়েছেন, এ থেকে একটি শব্দও কম হয়নি, তাই আমি পুরোপুরি নকল করেছি, আমার নগন্য জ্ঞানে যা এসেছে তা প্রকাশ করেছি, এই রিসালার নামও নিধারণ করেননি, ঐতিহাসিক নাম ও খুতবা আমি নগন্য ফকিরই বৃদ্ধি করেছি।

পবিত্র আস্তানায়ে রযবীয়ার খাদেম ফকির মুহাম্মদ হামিদ রযা কাদেরী (رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ)

www.dawateislami.net

فَعَلَيْكُمْ بِالدُّعَآءِ فَاِنَّ الدُّعَآءِ يَرُدُّ الْقَضَآءَ بَعْدَ اَنْ يُّبْرَمَ

প্রিয় নবী, রাসূলে আকরাম, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দয়াময় দরবার থেকে হুযুর সায়্যিদুনা আ'লা হযরত কিবলা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর হাতে যে মোবারক দোয়া সমূহ আমরা পেলাম এবং যে দোয়া, যিকির ও আমল মূল্যবান মুক্তার মতো খান্দানে আলীয়ায় সংরক্ষিত ছিলো, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত এবং কাদেরীয়া ও রযবীয়া তরীকার ভাইদের জন্য প্রকাশ করছি। আর দাবী করে বলছি, এর উপর আমলকারীরা দ্বীন ও দুনিয়ার অসংখ্য নেয়ামতরাজি দ্বারা ধন্য হবে, সকল প্রকার বালা-মুসিবত থেকে নিরাপদ থাকবে, **আল্লাহ তায়ালা** এগুলোর বরকতে সকল আহলে সুন্নাতে ওয়াল জামাআতের সদস্যদের উপকৃত করুক।

আমিন! আমিন!!

পবিত্র আস্তানায়ে রযবীয়ার খাদেম ফকির
মুহাম্মদ হামিদ রযা কাদেরী (رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ)

সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলায়** সফর এবং প্রতিদিন **ফিক্‌রে মদীনা** করার মাধ্যমে **মাদানী ইন্‌আমাতের** রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক **মাদানী (আরবী) মাসের** প্রথম তারিখে আপার এলাকার যিম্মাদারকে জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে **সুন্নাতের অনুসারী** হবেন, গুনাহের প্রতি ঘৃণা এবং **ঈমান হিফাযতের** মনমানসিকতা সৃষ্টি হবে।

www.dawateislami.net

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সকাল সন্ধ্যা উভয় সময়

অর্ধরাত অতিবাহিত হওয়ার পর থেকে সূর্যের প্রথম কিরণ চমকানো পর্যন্ত সময়কে সকাল বলা হয়, এই সময়ের মধ্যে যে কোন মুহূর্তে এই দোয়া সমূহ পাঠ করা নিবে, তা সকালে পাঠ করা হয়েছে বলে গন্য হবে, অনুরূপভাবেই দুপুর ঢলে পড়ার পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়কে সন্ধ্যা বলা হয়।

(১) سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ مَاشَآءَ اللّٰهُ كَانَ وَمَالَمْ يَشَاْ لَمْ يَكُنْ اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ وَّ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَىْءٍ عِلْمًا [১] একবার।

(২) আয়াতুল কুরসি[২] একবার এবং এরপর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط حٰمٓ ۚ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ۙ غَافِرِ الذَّنْۢبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ۙ ذِى الطَّوْلِ ط لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ط اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ۚ [৩] একবার।

---

১. **অনুবাদঃ আল্লাহ তায়ালা**র পবিত্রতা বর্ণনা করছি তাঁর প্রশংসা সহকারে, নেকীর তৌফিক **আল্লাহ তায়ালা**রই পক্ষ থেকে, যা তিনি চেয়েছেন তাই হয়েছে এবং যা চাননি তা হয়নি, আমি জানি যে, **আল্লাহ তায়ালা** সবকিছু করতে পারেন, নিশ্চয় **আল্লাহ তায়ালা** সবকিছুকে জ্ঞান দ্বারা পরিবেষ্টন করেছেন।

২. اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَىُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ط لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ط مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ط يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ ﴿٢٥٥﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ আল্লাহ, যিনি ব্যতীত অন্য কোন মাবুদ নেই। তিনি নিজেই জীবিত এবং অন্যান্যাদের তত্ত্বাবধায়ক। তাঁকে না তন্দ্রা স্পর্শ করে, না নিদ্রা। তাঁরই, যা কিছু আসমানসমূহে রয়েছে এবং যা কিছু যমীনে। সে কে, যে তাঁর সম্মুখে সুপারিশ করবে, তাঁর অনুমতি ব্যতিরেকে? (তিনি) জানেন যা কিছু তাদের সম্মুখে রয়েছে এবং যা কিছু তাদের পেছনে। আর তারা পায়না তাঁর জ্ঞান থেকে, কিন্তু যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন। তাঁর 'কুরসী' আসমানসমূহ ও যমীন ব্যাপী এবং তাঁর জন্য ভারী নয় এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ। তিনিই উচ্চ, মহা মর্যাদাসম্পন্ন।

(পারা ৩, সূরা বাকারা, আয়াত ২৫৫)

৩. **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ আল্লাহ**র নামে আরম্ভ, **যিনি** পরম দয়ালু, করুণাময়। এ কিতাবের অবতারণ **আল্লাহ**র নিকট থেকে, **যিনি** সম্মানের মালিক, জ্ঞানময়। পাপ ক্ষমাকারী ও তাওবা কবূলকারী; কঠিন শাস্তিদাতা, মহা পুরস্কারদাতা, **তিনি** ব্যতীত অন্য কোন মাবুদ নেই। **তাঁর**ই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

www.dawateislami.net

(৩) তিন "قُلْ"[১] (সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক, সূরা নাস) তিনবার করে।

এই তিন নম্বরের উপকারীতা প্রতিটি বালা মুসিবত থেকে নিরাপত্তা, সকালে পাঠ করলে সন্ধ্যা পর্যন্ত এবং সন্ধ্যায় পাঠ করলে সকাল পর্যন্ত।[২]

(৪) بِسْمِ اللّٰهِ مَاشَآءَ اللّٰهُ لَا يَسُوْقُ الْخَيْرَ اِلَّا اللّٰهُ مَاشَآءَ اللّٰهُ لَا يَصْرِفُ السُّوْٓءَ اِلَّا اللّٰهُ مَاشَآءَ اللّٰهُ مَاكَانَ مِنْ نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ مَاشَآءَ اللّٰهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ[৩] তিনবার।

এর উপকারীতা সাতটি বস্তু থেকে নিরাপত্তা: (১) জ্বলে যাওয়া (২) ডুবে যাওয়া (৩) চুরি হওয়া (৪) সাপ (৫) বিচ্ছু (৬) শয়তান (৭) বাদশাহ।[৪]

সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এবং সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত।

(৫) اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّآمَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ[৫] তিনবার।

---

১. قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۚ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۚ لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ۙ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۚ
(পারা ৩০, সূরা ইখলাস)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আপনি বলুন, 'তিনি **আল্লাহ তিনি** এক, **আল্লাহ** পরমুখাপেক্ষী নন; না **তাঁর** কোন সন্তান আছে এবং না **তিনি** কারো থেকে জন্মগ্রহণ করেছেন, এবং না আছে কেউ **তাঁর** সমকক্ষ হবার'।

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۙ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۙ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۙ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ ۙ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۚ
(পারা ৩০, সূরা ফালাক)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আপনি বলুন, 'আমি তাঁরই আশ্রয় নিচ্ছি। যিনি প্রভাতের সৃষ্টিকর্তা, তাঁর সৃষ্টিকুলের অনিষ্ট থেকে। এবং অন্ধকারাচ্ছন্নকারীর অনিষ্ট থেকে, যখন সেটা অস্তমিত হয়। এবং ঐসব নারীর অনিষ্ট থেকে, যারা গ্রন্থিসমূহে ফুৎকার দেয়। এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে, যখন সে আমার প্রতি হিংসাপরায়ণ হয়।

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۙ مَلِكِ النَّاسِ ۙ اِلٰهِ النَّاسِ ۙ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۙ الْخَنَّاسِ ۙ الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۙ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ ۚ
(পারা ৩০, সূরা নাস)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আপনি বলুন, 'আমি তাঁরই আশ্রয়ে এসেছি, যিনি সকল মানুষের প্রতিপালক, সকল মানুষের বাদশাহ, সকল মানুষের খোদা, তারই অনিষ্ট থেকে, যে অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয় এবং আত্মগোপন করে, যে মানুষের অন্তরসমূহে কু-প্ররোচনা ঢালে, জ্বিন ও মানুষ।

২. **(সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুল আদব, হাদীস: ৫০৫৭, ৫০৮২, ৪র্থ খন্ড, ৪১৪, ৪১৬ পৃষ্ঠা ও সুনানে তিরমিযী, কিতাবুল ফাযায়িলে কোরআন, হাদীস: ২৮৮৮, ৪র্থ খন্ড, ৪০২ পৃষ্ঠা)**

৩. **আল্লাহ তায়ালার** নামে مَاشَآءَاللّٰه عَزَّوَجَلَّ, কল্যাণ এবং মঙ্গল শুধুমাত্র **আল্লাহ তায়ালাই** দান করেন مَاشَآءَاللّٰه عَزَّوَجَلَّ, মন্দ এবং বিপদাপদকে শুধুমাত্র **আল্লাহ তায়ালাই** দূর করেন مَاشَآءَاللّٰه عَزَّوَجَلَّ, গুনাহ থেকে বাঁচার ক্ষমতা এবং নেকী করার তৌফিক **আল্লাহ তায়ালারই** পক্ষ থেকে।

৪. **(দুররে মনসুর, সূরা কাহাফ, ৮২ নং আয়াতের পাদটিকা, ৫ম খন্ড, ৪৩৪ পৃষ্ঠা)**

৫. **অনুবাদ:** আমি **আল্লাহ তায়ালার** নিকট পরিপূর্ণ বাক্য সমূহের সহিত সকল সৃষ্টি জীবের অনিষ্ট হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

www.dawateislami.net

সাপ, বিচ্ছু ইত্যাদির বিষাক্ততা থেকে নিরাপদ থাকবে।[১]

(৬) بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ الَّذِیْ لَا یَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَیْءٌ فِی الْاَرْضِ وَلَا فِی السَّمَآءِ وَهُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ[২] তিনবার।

বিষ ও ক্ষতি থেকে নিরাপদ থাকবে।

(৭) رَضِیْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّ بِالْاِسْلَامِ دِیْنًا وَّبِسَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ نَبِیًّا وَّرَسُوْلًا[৩] তিনবার।

আল্লাহ তায়ালার দয়ার দায়িত্ব হলো, কিয়ামতের দিন তাকে সন্তুষ্ট করবেন।[৪]

(৮) حَسْبِیَ اللّٰهُ ۖ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ عَلَیْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیْمِ ﴿۱۲۹﴾[৫] দশবার।

প্রত্যেক বিপদাপদ ও প্রতারণা থেকে নিরাপত্তা, হাদীসে পাকে সাতবার বর্ণনা করা হয়েছে।[৬] হুযুর সায়্যিদুনা গাউছে আযম رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে দশবার বর্ণিত, ফকির এটার উপরই আমল করি, এটি بِحَمْدُ لِلّٰهِ تَعَالٰی সকল উদ্দেশ্যের জন্য যথেষ্ট হিসেবে পেয়েছি।

(৯) فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِیْنَ تُمْسُوْنَ وَحِیْنَ تُصْبِحُوْنَ ﴿۱۷﴾ وَلَهُ الْحَمْدُ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِیًّا وَّ حِیْنَ تُظْهِرُوْنَ ﴿۱۸﴾ یُخْرِجُ الْحَیَّ مِنَ الْمَیِّتِ وَیُخْرِجُ الْمَیِّتَ مِنَ الْحَیِّ وَیُحْیِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ ﴿۱۹﴾[৭] একবার।

---

১. (সুনানে তিরমিযী, কিতাবুদ দাওয়াত, বাবু ফিল ইস্তিয়াযা, হাদীস: ৩৬১৬, ৫ম খন্ড, ৩৪৬ পৃষ্ঠা)

২. অনুবাদ: আল্লাহ তায়ালার নামে, যাঁর নামে কোন জিনিসই ক্ষতি করে না, না জমিনে, না আসমানে এবং তিনিই শ্রবনকারী ও জ্ঞাত। (সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুল আদব, হাদীস: ৫০৮৮, ৪র্থ খন্ড, ৪১৮ পৃষ্ঠা)

৩. অনুবাদ: আমি আল্লাহ তায়ালাকে প্রতিপালক, ইসলামকে দ্বীন এবং মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে নবী ও রাসূল হওয়ার প্রতি সন্তুষ্ট রয়েছি।

৪. (আল মুসান্নিফ লি ইবনে আবী শেয়বা, কিতাবুদ দোয়া, হাদীস: ৮, ৭ম খন্ড, ৪১ পৃষ্ঠা)

৫. কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত নেই। আমি তাঁরই উপর ভরসা করেছি এবং তিনি মহান আরশের অধিপতি। (১১তম পারা, সূরা আত তাওবাহ, আয়াত ১২৯)

৬. (দুররে মনসুর, সূরা আত তাওবাহ, ১২৯ নং আয়াতের পাদটিকা, ৪র্থ খন্ড, ৩৩৪ পৃষ্ঠা)

৭. কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: সুতরাং আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করো যখন তোমাদের সন্ধ্যা হয় এবং যখন সকাল হয়। এবং প্রশংসা তাঁরই আসমানসমূহ ও যমীনের মধ্যে এবং দিনের কিছু অংশ বাকী থাকতে আর ☛

www.dawateislami.net

যার কোনদিন কোন ওযীফাই পড়া না হয়, তবে এটি একাই সেসবের স্থানে যথেষ্ট, তাছাড়া রাতদিনের সকল ক্ষতির ক্ষতিপূরণ।

(১০) اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا সূরার শেষ পর্যন্ত [১] একবার।

শয়তান ও জ্বিন এবং বিপদ থেকে নিরাপদ থাকবে।

(১১) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ [২] তিনবার।

অতঃপর هُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَاۤ اِلٰهَ সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত [৩] একবার।

☜ যখন তোমাদের দুপুর হয়। **তিনি** জীবিতকে বের করেন মৃত থেকে এবং মৃতকে বের করেন জীবিত থেকে এবং ভূমিকে পুনর্জীবিত করেন সেটার মৃত্যুর পর। আর এভাবেই তোমরা উত্থিত হবে।

(২১তম পারা, সূরা রোম, আয়াত ১৭-১৯)

(দুররে মনসুর, সূরা রোম, ১৭ নং আয়াতের পাদটিকা, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৪৮৯ পৃষ্ঠা)

১. اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّ اَنَّكُمْ اِلَیْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ ﴿۱۱۵﴾ فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِیْمِ ﴿۱۱۶﴾ وَ مَنْ یَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ۙ لَا بُرْهَانَ لَهٗ بِهٖ ۙ فَاِنَّمَا حِسَابُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ؕ اِنَّهٗ لَا یُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿۱۱۷﴾ وَ قُلْ رَّبِّ اغْفِرْ وَ ارْحَمْ وَ اَنْتَ خَیْرُ الرّٰحِمِیْنَ ﴿۱۱۸﴾

(পারা ১৮, সূরা মুমিনুন, আয়াত ১১৫-১১৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ তবে তোমরা কি একথা মনে করছো যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে আমার প্রতি প্রত্যাবর্তন করতে হবে না? সুতরাং বহু উচ্চ মর্যাদার অধিকারী **আল্লাহ**, প্রকৃত বাদশাহ। কোন মা'বূদ নেই **তিনি** ব্যতিত- সম্মানিত আরশের অধিপতি। এবং যে ব্যক্তি **আল্লাহর** সাথে অন্য কোন খোদার উপাসনা করে, যে বিষয়ে তার নিকট কনন সনদ নেই, তবে তার হিসাব তার **রবের** নিকট রয়েছে। নিঃসন্দেহে, কাফিরদের কোন রেহাই নেই।এবং আপনি আরয করুন, 'হে আমার **রব**! ক্ষমা করো ও দয়া করো এবং তুমি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দয়ালু'।

২. **অনুবাদঃ** আমি মহান শ্রবণকারী ও মহাজ্ঞানী **আল্লাহর** নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, অভিশপ্ত শয়তান থেকে।

৩. هُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عٰلِمُ الْغَیْبِ وَ الشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ ﴿۲۲﴾ هُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَیْمِنُ الْعَزِیْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا یُشْرِكُوْنَ ﴿۲۳﴾ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ؕ یُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ وَ هُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ ﴿۲۴﴾

(পারা ২৮, সূরা হাশর, আয়াত ২২-২৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ **তিনিই আল্লাহ, যিনি** ব্যতীত অন্য কোন মাবুদ নেই; প্রত্যেক অপ্রকাশ্য ও প্রকাশ্যের জ্ঞাতা। **তিনিই** মহা দয়ালু, করুণাময়। **তিনিই আল্লাহ, যিনি** ব্যতীত অন্য কোন মাবুদ নেই; বাদশাহ, অতি পবিত্র শান্তিদাতা, নিরাপত্তা প্রদানকারী, রক্ষাকারী, পরম সম্মানিত, মহত্বের অধিকারী, দম্ভশীল; **আল্লাহ** পবিত্র তাদের শির্ক থেকে। **তিনিই আল্লাহ**, স্রষ্টা, উদ্ভাবনকর্তা; প্রত্যেককে রূপদাতা; **তাঁরই** রয়েছে সব ভালো নাম। **তাঁরই** পবিত্রতা ঘোষণা করে যা কিছু আসমানসমূহ ও যমীনে রয়েছে এবং **তিনিই** সম্মান ও প্রজ্ঞাময়।

www.dawateislami.net

সকালে পাঠ করলে সন্ধ্যা পর্যন্ত সত্তর হাজার ফিরিশতা তার জন্য ইস্তিগফার করবে এবং সেইদিন মৃত্যুবরণ করলে তবে শহীদ হিসাবে গণ্য হবে আর সন্ধ্যায় পাঠ করলে তবে সকাল পর্যন্ত এই হুকুমই।[১]

(১২) اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُبِكَ مِنْ اَنْ نُّشْرِكَ بِكَ شَيْئًا نَّعْلَمُهٗ وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا نَعْلَمُهٗ ط[২] তিনবার। শেষ পরিনতি ঈমানের উপর হবে।

(১৩) بِسْمِ اللّٰهِ عَلٰى دِيْنِىْ بِسْمِ اللّٰهِ عَلٰى نَفْسِىْ وَ وُلْدِىْ وَاَهْلِىْ وَ مَالِىْ[৩] তিনবার। দ্বীন, ঈমান, জান, মাল, সন্তান সব নিরাপদ থাকবে।[৪]

(১৪) اَللّٰهُمَّ مَآ اَصْبَحَ بِىْ مِنْ نِّعْمَةٍ اَوْ بِاَحَدٍ مِّنْ خَلْقِكَ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ[৫] একবার।

সকালে পাঠ করলে সারাদিন সকল নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা আদায় করলো এবং সন্ধ্যায় পাঠ করলে তবে সারা রাতের।[৬] সন্ধ্যায় "اَصْبَحَ" এর স্থলে "اَمْسٰى" বলুন। অধম এরপর لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ[৭] বৃদ্ধি করে থাকি।

(১৫) بِسْمِ اللّٰهِ جَلِيْلِ الشَّاْنِ عَظِيْمِ الْبُرْهَانِ شَدِيْدِ السُّلْطَانِ مَا شَآءَ اللّٰهُ كَانَ. اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ[৮] একবার। শয়তান এবং তার বাহিনী থেকে নিরাপদ থাকবে।[৯]

---

১. (সুনানে তিরমিযী, কিতাবুল ফাযায়িলে কোরআন, হাদীস: ২৯৩১, ৪র্থ খন্ড, ৪২৩ পৃষ্ঠা)

২. অনুবাদ: হে আল্লাহ্! আমরা এ কথা (বিষয়) হতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি, কোন বস্তুকে জেনে বুঝে তোমার অংশীদার বানিয়ে নেব এবং আমরা তোমার নিকট তা (শিরক) থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করছি যা আমরা জানি না। (আল মুসনাদু লিল ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, মুসনাদুল কু'ফিইন, হাদীস: ১৯৬২৫, ৭ম খন্ড, ১৪৬ পৃষ্ঠা)

৩. আল্লাহ তায়ালার পবিত্র নামের বরকতে আমার দ্বীন, জান, সন্তান ও পরিবার এবং সম্পদ নিরাপদ থাকুক।

৪. (ফয়যুল কদীর শরহে জামেয়ে সগির, হাদীস: ৬১৩৯, ৬১৪০, ৪র্থ খন্ড, ৬৮৩ পৃষ্ঠা)

৫. অনুবাদ: হে আল্লাহ! তোমার সৃষ্টি জগত থেকে যেকেউ যে নেয়ামত সহকারে সকাল করলো তবে তা তোমারই পক্ষ থেকে, তুমি এক, তোমার কোন অংশীদার নেই, সমস্ত প্রশংসা এবং কৃতজ্ঞতা তোমার জন্যই।

৬. (শুয়াবুল ঈমান লিল বায়হাকী, হাদীস: ৪৩৩৮, ৪র্থ খন্ড, ৮৯ পৃষ্ঠা)

৭. অনুবাদ: তুমি ছাড়া কোন মাবুদ নেই, তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি, নিশ্চয় আমি অত্যাচারীদের অন্তর্ভূক্ত।

৮. অনুবাদ: জলিলুশ শান, আযিমুল বুরহান, শাদিদুস সুলতান আল্লাহ তায়ালার নামে শুরু, আল্লাহ তায়ালা যা চায়, তাই হয়, আমি আল্লাহ তায়ালার আশ্রয় প্রার্থনা করছি অভিশপ্ত শয়তান থেকে।

৯. (ফিরাদাউসুল আখবার লিদ দায়লামি, বাবুল মিম, হাদীস: ৬৪৫৯, ২য় খন্ড, ৩১৬ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(১৬) اَللّٰهُمَّ اِنِّیۡۤ اَصۡبَحۡتُ اُشۡهِدُكَ وَاُشۡهِدُ حَمَلَةَ عَرۡشِكَ وَمَلٰٓئِكَتَكَ وَجَمِيۡعَ خَلۡقِكَ اِنَّكَ اَنۡتَ اللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنۡتَ وَحۡدَكَ لَا شَرِيۡكَ لَكَ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبۡدُكَ وَرَسُوۡلُكَ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَسَلَّم [১] চারবার।

প্রতিবার শরীরের এক চতুর্থাংশ দোযখ থেকে মুক্ত হবে।[২] সন্ধ্যায় "اَصۡبَحۡتُ" এর স্থলে "اَمۡسَيۡتُ" পড়ুন।

(১৭) اَللّٰهُمَّ لَكَ الۡحَمۡدُ حَمۡدًا دَآئِمًا مَّعَ دَوَامِكَ وَلَكَ الۡحَمۡدُ حَمۡدًا خَالِدًا مَّعَ خُلُوۡدِكَ وَلَكَ الۡحَمۡدُ حَمۡدًا لَّا مُنۡتَهٰى لَهٗ دُوۡنَ مَشِيۡئَتِكَ وَلَكَ الۡحَمۡدُ حَمۡدًا عِنۡدَ كُلِّ طَرۡفَةِ عَيۡنٍ وَّتَنَفُّسِ كُلِّ نَفۡسٍ [৩] একবার, যেনো সে সেইদিন ও রাত পরিপূর্ণ ইবাদতের হক আদায় করলো।[৪]

(১৮) اَللّٰهُمَّ اِنِّیۡۤ اَعُوۡذُبِكَ مِنَ الۡهَمِّ وَالۡحُزۡنِ وَاَعُوۡذُبِكَ مِنَ الۡعَجۡزِ وَالۡكَسَلِ وَاَعُوۡذُبِكَ مِنَ الۡجُبۡنِ وَالۡبُخۡلِ وَاَعُوۡذُبِكَ مِنۡ غَلَبَةِ الدَّيۡنِ وَقَهۡرِ الرِّجَالِ [৫] একবার, দুঃখ ও বেদনা থেকে বাঁচবে, ঋণ পরিশোধের জন্য এগারবার করে পাঠ করুন।[৬]

(১৯) [৭]يَا حَيُّ يَا قَيُّوۡمُ بِرَحۡمَتِكَ اَسۡتَغِيۡثُ فَلَا تَكِلۡنِیۡۤ اِلٰى نَفۡسِیۡ طَرۡفَةَ عَيۡنٍ وَّاَصۡلِحۡ لِیۡ شَاۡنِیۡ كُلَّهٗ একবার, সকল কাজ সফল হবে।

---

১. **অনুবাদঃ হে আল্লাহ**! আমি সকাল করলাম, তোমাকে এবং তোমার আরশ বহনকারী ও তোমার ফিরিশতাদের এবং তোমার সমস্ত সৃষ্টিকে সাক্ষী রাখলাম যে, **আল্লাহ** শুধুমাত্র তুমিই, তুমি ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নেই, তুমি একক, তোমার কোন অংশীদার নেই এবং **মুহাম্মদ** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তোমার বান্দা ও রাসূল।

২. **(সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুল আদব, বাবু মাইয়াকওলু ইযা আসবাহা, হাদীসঃ ৫০৬৯, ৪র্থ খন্ড, ৪১২ পৃষ্ঠা)**

৩. **অনুবাদঃ হে আল্লাহ**! তোমার জন্য অনন্ত প্রশংসা, তোমার স্থায়ীত্বের সহিত এবং তোমার জন্য সর্বদা স্থায়ী প্রশংসা, তোমার অনন্তকালের সহিত এবং তোমার জন্য এরূপ প্রশংসা যা তোমার জ্ঞান ছাড়া অন্য কেউ জানতে না পারে ও সর্বদা এবং প্রতিটি নিঃশ্বাসে তোমার জন্যই প্রশংসা।

৪. **(আল মু'জামুল আওসাত লিত তাবারানী, মান ইসমুহু মুহাম্মদ, হাদীসঃ ৫৫৩৮, ৪র্থ খন্ড, ১৫২ পৃষ্ঠা)**

৫. **অনুবাদঃ হে আল্লাহ**! আমি দুঃখ ও বেদনা, অলসতা, ভীরুতা ও কৃপণতা, ঋণের বোঝা এবং মানুষের কহর থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

৬. **(সুনানে আবী দাউদ, কিতাবুস সালাত, কিতাবুল বিতর, হাদীসঃ ১৫৫৫, ২য় খন্ড, ১৩৩ পৃষ্ঠা)**

৭. **অনুবাদঃ** হে চিরঞ্জীব! হে চিরস্থায়ী! তোমার দয়ার সহিত তোমার নিকট প্রার্থনা করছি যে, এক মুহূর্তের জন্যও আমাকে আমার নফসের নিকট সমর্পন করবেন না এবং আমার সকল অবস্থাকে সংশোধন করে দাও।

www.dawateislami.net

(২০) اَللّٰهُمَّ خِرْلِیْ وَاخْتَرْلِیْ وَلَا تَكِلْنِیْۤ اِلٰۤی اِخْتِیَارِیْ [১] সাতবার, দিন রাতের সকল কাজের জন্য ইস্তিখারা স্বরূপ।

(২১) সায়্যিদুল ইস্তিগফার একবার বা তিনবার, গুনাহের ক্ষমা এবং সেই দিন ও রাতে মৃত্যুবরণ করলে শহীদ হবে। আর তাহলো: اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّیْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنْتَ خَلَقْتَنِیْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰی عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ اَبُوْٓءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَیَّ وَاَبُوْٓءُ بِذَنْۢبِیْ فَاغْفِرْلِیْ فَاِنَّهٗ لَا یَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّاۤ اَنْتَ [২] আমি এরপর এতটুকু বৃদ্ধি করতাম: وَاغْفِرْلِكُلِّ مُؤْمِنٍ وَّمُؤْمِنَةٍ [৩] এবং নিজের যে কাজে কোন কষ্ট পাওয়ার সন্দেহ করতাম, **আল্লাহ তায়ালা** নিরাপদ রাখতেন।

(২২) لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِیْنُ [৪] একশত বার, দুনিয়ায় ক্ষুধার্ত থাকবে না, কবরে আতঙ্ক থাকবে না, হাশরে ভয় থাকবে না।[৫]

শুধুমাত্র সকালে

(১) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ [৬] সকল কাজ সম্পাদন হবে, শয়তান থেকে নিরাপদ থাকবে।[৭]

---

১. **অনুবাদঃ হে আল্লাহ**! তুমি আমার জন্য উত্তম বিষয়াদী পছন্দ করো এবং এতে কল্যাণ দান করো আর আমাকে আমার নফসের নিকট সমর্পণ করো না। **(কাশফুল খাফা, হাদীসঃ ১২৭৪, ১ম খন্ড, ৩৫২ পৃষ্ঠা)**

২. **অনুবাদঃ হে আল্লাহ**! তুমিই আমার প্রতিপালক, তুমি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই, তুমিই আমাকে সৃষ্টি করেছো এবং আমি তোমার বান্দা আর সাধ্যমত তোমার চুক্তি ও সন্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত, আমি আমার কৃতকর্মের অমঙ্গল থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং তোমার আমার উপর তোমার যে নেয়ামত রয়েছে তা স্বীকার করছি আর নিজের গুনাহ সমূহ স্বীকার করছি, আমাকে ক্ষমা করে দাও, কেননা তুমি ছাড়া আর কেউ গুনাহ ক্ষমা করে না। **(সুনানে কবীর লিন নাসাঈ, কিতাবুল আমলিল ইয়াওমি ওয়াল লাইল, হাদীসঃ ১০৪১৭, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৫০ পৃষ্ঠা ও আমালিল ইয়াওমি ওয়াল লাইল লিইবনে নাসাঈ, বাবু মা ইয়াকাওলু ইযা আসবাহা, হাদীসঃ ৪৩, ২২ পৃষ্ঠা)**

৩. **অনুবাদঃ** এবং সকল মুমিন নর এবং নারীদের ক্ষমা করো।

৪. **অনুবাদঃ আল্লাহ তায়ালা** ছাড়া কেউ ইবাদতের উপযুক্ত নয়, যিনি সত্যিকার বাদশাহ।

৫. **(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৪১০ পৃষ্ঠা। সালিমুল খাওয়াস, হাদীসঃ ১২৩১২, ৮ম খন্ড, ৩০৯ পৃষ্ঠা)**

৬. **অনুবাদঃ আল্লাহ**র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়। গুনাহ থেকে বাঁচার সামর্থ্য এবং নেকী করার তৌফিক **আল্লাহ তায়ালা**র পক্ষ থেকেই, যিনি সবার চেয়ে মহান এবং অতীব মর্যাদান।

৭. কিছু কিছু প্রকাশনায় এই দোয়াটি পাঠ করার কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা উল্লেখ নেই এবং কিছু কিছুতে এগারবার লিখা হয়েছে। وَاللّٰهُ تَعَالٰی اَعْلَمُ۔

www.dawateislami.net

(২) **সূরা ইখলাস**[১] এগারবার।

যদি শয়তান তার বাহিনীসহ চেষ্টা করে যে, তাকে গুনাহ করাবে, করাতে পারবে না, যতক্ষণ না সে নিজে থেকেই করে।[২]

(৩) يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ[৩] একচল্লিশবার।

তার অন্তর জীবিত থাকবে এবং ঈমানের সাথে মৃত্যু হবে।

(৪) سُبْحٰنَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَ بِحَمْدِهٖ[৪] তিনবার।

পাগলামী, শ্বেত ও কুষ্ঠ রোগ এবং অন্ধত্ব থেকে নিরাপদ থাকবে।[৫]

(৫) **কোরআনে করীমের তিলাওয়াত** কমপক্ষে একপারা। যথাসম্ভব সূর্যোদয়ের পূর্বে হোক এবং যদি সর্যোদয় হয়ে যায় তবে থামুন এবং যিকির ইত্যাদি করুন এমকি সূর্য উপরে উঠে যাওয়া পর্যন্ত। যেই তিন সময়ে নামায পড়া নাজায়িয, সেই সময়ে তিলাওয়াতও মাকরূহ।

(৬) **দালাইলুল খয়রাত** এক হিযব।

(৭) **শাজারা শরীফ**।

দালাইলুল খয়রাত ও শাজারা শরীফ সূর্যোদয়ের পূর্বে বা পরে উভয় অবস্থায় পড়া যাবে।

---

১. قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۚ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۚ لَمْ يَلِدْ ۙ وَ لَمْ يُوْلَدْ ۙ وَ لَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۚ

(পারা ৩০, সূরা ইখলাস)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ আপনি বলুন, '**তিনি আল্লাহ, তিনি** এক, **আল্লাহ** পরমুখাপেক্ষী নন; না **তাঁর** কোন সন্তান আছে এবং না **তিনি** কারো থেকে জন্মগ্রহণ করেছেন, এবং না আছে কেউ **তাঁর** সমকক্ষ হবার'।

২. (দুররে মুনসুর, সূরা ইখলাস, ৮ম খন্ড, ৬৮১ পৃষ্ঠা)

৩. অনুবাদঃ হে চিরঞ্জীব! হে চিরস্থায়ী! তুমি ছাড়া কোন মাবুদ নেই।

৪. অনুবাদঃ আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতা, আপন প্রশংসার সহিত অতিশয় মর্যাদাবান।

৫. (মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, হাদীসে কবীসা বিন মাখারিক, হাদীসঃ ২০৬২৫, ৭ম খন্ড, ৩৫২ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর

(১) **আয়াতুল করসী**[১] একবার।

মৃত্যুর সাথে সাথেই জান্নাতে প্রবেশ করবে।[২]

(২) اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِیْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ وَ اَتُوْبُ اِلَیْهِ[৩] তিনবার। গুনাহ ক্ষমা হবে, যদিও তা সমুদ্রের ফেনার সমানও হয়।[৪]

(৩) তাসবীহে হযরত সায়্যিদাতুনা ফাতেমা যাহরা رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهَا।

سُبْحٰنَ اللّٰهِ ৩৩বার, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ৩৩বার, اَللّٰهُ اَكْبَرُ ৩৪বার, অবশেষে لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِیْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ[৫] একবার।

সেদিন সমস্ত দুনিয়ায় কারো আমল এই ব্যক্তির আমলের সমান উচ্চ হবে না, তবে ঐ ব্যক্তির হবে, যে তার ন্যায় পাঠ করে।[৬]

---

১. اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَیُّ الْقَیُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّ لَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِی الْاَرْضِ ؕ مَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ ۚ وَ لَا یُحِیْطُوْنَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِیُّهُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ ۚ وَ لَا یَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَ هُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ ﴿۲۵۵﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ আল্লাহ, যিনি ব্যতীত অন্য কোন মাবুদ নেই। তিনি নিজেই জীবিত এবং অন্যান্যাদের তত্ত্বাবধায়ক। তাঁকে না তন্দ্রা স্পর্শ করে, না নিদ্রা। তাঁরই, যা কিছু আসমানসমূহে রয়েছে এবং যা কিছু যমীনে। সে কে, যে তাঁর সম্মুখে সুপারিশ করবে, তাঁর অনুমতি ব্যতিরেকে? (তিনি) জানেন যা কিছু তাদের সম্মুখে রয়েছে এবং যা কিছু তাদের পেছনে। আর তারা পায়না তাঁর জ্ঞান থেকে, কিন্তু যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন। তাঁর 'কুরসী' আসমান সমূহ ও যমীন ব্যাপী এবং তাঁর জন্য ভারী নয় এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ। তিনিই উচ্চ, মহা মর্যাদাসম্পন্ন। (পারা ৩, সূরা বাকারা, আয়াত ২৫৫)

২. (মিশকাতুল মাসাবিহ, কিতাবুস সালাত, বাবুয যিকরি বাদাস সালাত, হাদীসঃ ৯৭৪. ১ম খন্ড, ১৯৭ পৃষ্ঠা)

৩. আমি **আল্লাহ তায়ালা**র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি, যিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই, যিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী। আর আমি তাঁরই নিকট তাওবা করছি।

৪. (সুনানে তিরমিযী, আহাদিসে শতী, ১১৭তম অধ্যায়, হাদীসঃ ৩৫৮৮, ৫ম খন্ড, ৩৩৬ পৃষ্ঠা ও আমালুল ইয়াওমে ওয়াল লাইলাতু লিইবনুস সুন্নি, বাবু মা ইয়াকাওলু ফি দাবরিস সালাতুল সাবাহা, হাদীসঃ ১৩৭, ৫১ পৃষ্ঠা)

৫. **আল্লাহ তায়ালা** ব্যতীত কোন মাবুদ নেই, তিনি এক ও অদ্বিতীয়। **তাঁর** কোন শরীক নেই, **তাঁরই** ভূখণ্ড, **তাঁরই** জন্য প্রশংসা, তিনি প্রত্যেক বস্তুর উপর ক্ষমতাবান।

৬. (আল আহসানু বিতারতিবি সহীহ ইবনে হাব্বান, কিতাবুস সালাত, বাবু সিফতুস সালাত, ফসলু ফিল কুনুত, হাদীসঃ ২০১২, ৩য় খন্ড, ২৩১ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৪) মাথায় ডান হাত রেখে بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِیْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ اَللّٰهُمَّ اَذْهِبْ عَنِّی الْهَمَّ وَ الْحُزْنَ [১]

সমস্ত দুঃখ ও দুর্দশা থেকে বাঁচবে, অধম এরপর এতটুকু বৃদ্ধি করতাম: وَ عَنْ اَهْلِ السُّنَّةِ [২]

(৫) **পাঞ্জেগানা কাদেরীয়া**, এর অফুরন্ত বরকত রয়েছে।

ফজরের নামাযের পর : يَا عَزِيْزُ يَا اَللّٰهُ

যোহরের নামাযের পর : يَا كَرِيْمُ يَا اَللّٰهُ

আসরের নামাযের পর : يَا جَبَّارُ يَا اَللّٰهُ

মাগরিবের নামাযের পর : يَا سَتَّارُ يَا اَللّٰهُ

ইশার নামাযের পর : يَا غَفَّارُ يَا اَللّٰهُ

একশত বার করে।

আল্লাহ তায়ালার নিকট সবচেয়ে উত্তম এবং পবিত্র আমল

হযরত সায়্যিদুনা আবু দারদা رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **রাসূলে আকরাম** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "আমি তোমাদেরকে তোমাদের ঐ আমল সম্পর্কে বলবো না, যা তোমাদেরর **রব তায়ালা**র নিকট সবচেয়ে উত্তম এবং পবিত্র। তোমাদের মর্যাদায় সবচেয়ে উচ্চ এবং তোমাদের জন্য সোনা ও রূপা ব্যয় করার চেয়ে উত্তম, তোমাদের শত্রুদের সাথে লড়াই করা এবং তাদের গর্দান কাটা বা নিজের গর্দান কাটানোর চেয়ে উত্তম?" সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَیْهِمُ الرِّضْوَان আরয করলেন: "অবশ্যই ইরশাদ করুন। **রাসূলে আকরাম, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: **"আল্লাহ তায়ালা**র যিকির।"

(সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং-৩৩৮৮, ৫ম খন্ড, ২৪৬ পৃষ্ঠা)

---

১. **আল্লাহ তায়ালা**র নামে আরম্ভ, **যিনি** ছাড়া কোন মাবুদ নেই। **তিনি** পরম দয়ালু ও করুণাময়। **হে আল্লাহ!** আমার নিকট থেকে দুঃখ ও পেরেশানী দূর করে দাও।

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আযকার, বাবুদ দোয়া ফিস সালাতি ওয়া বাদাহা, হাদীস: ১৬৯৭১, ১০ম খন্ড, ১৪৪ পৃষ্ঠ)

২. **অনুবাদ:** এবং আহলে সুন্নাত থেকে (দুঃখ ও পেরেশানি দূর করো)।

www.dawateislami.net

ফজর ও আসরের নামাযের পর

(১) পা না সরিয়ে, কথাবার্তা না বলে لَآ اِلٰهَ اِلَّااللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ[১] দশবার।
সকল বিপদাপদ ও শয়তানের প্রতারণা ও অপছন্দনীয় বিষয়াবলী থেকে বেঁচে থাকা, গুনাহ ক্ষমা হবে। এর সমান কারো নেকী হবে না।[২]

(২) اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِىْ مِنَ النَّارِ[৩] সাতবার। স্বয়ং দোযখ **আল্লাহ**র দরবারে দোয়া করে যে, **হে আমার মালিক!** তাকে আমার থেকে বাঁচাও।[৪]

ফজরের নামাযের পর

(১) اَللّٰهُمَّ اكْفِنِىْ كُلَّ مُهِمٍّ مِّنْ حَيْثُ شِئْتَ وَمِنْ اَيْنَ شِئْتَ حَسْبِىَ اللّٰهُ لِدِيْنِىْ حَسْبِىَ اللّٰهُ لِدُنْيَاىَ حَسْبِىَ اللّٰهُ لِمَآ اَهَمَّنِىْ حَسْبِىَ اللّٰهُ لِمَنْ بَغٰى عَلَىَّ حَسْبِىَ اللّٰهُ لِمَنْ حَسَدَنِىْ حَسْبِىَ اللّٰهُ لِمَنْ كَادَنِىْ بِسُوْٓءٍ حَسْبِىَ اللّٰهُ عِنْدَ الْمَوْتِ حَسْبِىَ اللّٰهُ عِنْدَ الْمَسْاَلَةِ فِى الْقَبْرِ حَسْبِىَ اللّٰهُ عِنْدَ الْمِيْزَانِ حَسْبِىَ اللّٰهُ عِنْدَ الصِّرَاطِ حَسْبِىَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ[৫] একবার বা তিনবার।

---

১. **আল্লাহ তায়ালা** ছাড়া কোন মাবুদ নেই, **তিনি** এক ও অদ্বিতীয়, **তাঁর** কোন শরীক নেই। **তাঁরই** রাজত্ব, **তাঁরই** জন্য প্রশংসা, **তাঁরই** কুদরতী হাতের মধ্যে কল্যাণ নিহিত। **তিনি** জীবন ও মৃত্যু দান করেন আর **তিনি** সকল বিষয়ে ক্ষমতাবান।

২. মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, মুসনাদুশ শামেইন, হাদীস: ১৮০১২, ৬ষ্ঠ খন্ড, ২৮৯ পৃষ্ঠা।

৩. অনুবাদ: **হে আল্লাহ**! আমাকে দোযখ থেকে বাঁচাও।

৪. মুসনাদে আবী ইয়ালা, মুসনাদে আবী হুরায়রা, হাদীস: ৬১৬৪, ৫ম খন্ড, ২৭৮ পৃষ্ঠা।

৫. অনুবাদ: **হে আল্লাহ**! **তুমি** যেমনিভাবে এবং যেখান থেকে চাও আমার সকল বিষয়ে আমাকে সাহায্য করো, আমার দ্বীনের জন্য **আল্লাহ তায়ালাই** আমার জন্য যথেষ্ট, আমার দুনিয়ার জন্য **আল্লাহ তায়ালাই** আমার জন্য যথেষ্ট, আমার সকল পেরেশানির বিষয়ে **আল্লাহ তায়ালাই** আমার জন্য যথেষ্ট, আমার সাথে অবাধ্যতাকারীদের জন্য **আল্লাহ তায়ালাই** আমার জন্য যথেষ্ট, আমাকে হিংসাকারীদের জন্য **আল্লাহ তায়ালাই** আমার জন্য যথেষ্ট, যারা আমার ক্ষতি করার ইচ্ছা করে তাদের জন্য **আল্লাহ তায়ালাই** আমার জন্য যথেষ্ট, মৃত্যুর কষ্টের জন্য **আল্লাহ তায়ালাই** আমার জন্য যথেষ্ট, কবরে প্রশ্ন করার সময় **আল্লাহ তায়ালাই** আমার জন্য যথেষ্ট, আমল মিযানে রাখার সময় **আল্লাহ তায়ালাই** আমার জন্য যথেষ্ট, পুলসিরাত অতিক্রম করার সময় **আল্লাহ তায়ালাই** আমার জন্য যথেষ্ট, আমার জন্য **আল্লাহ তায়ালাই** যথেষ্ট, **যিনি** ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নেই, **তাঁরই** উপর ভরসা করলাম এবং **তিনি** মহান আরশের মালিক।

www.dawateislami.net

সকল বিপদ দূর হবে, সকল পেরেশানি দূর হবে, ঈমান নিরাপদ থাকবে, **আল্লাহ তায়ালা** সকল স্থানে সাহায্য করবেন, শত্রু ধ্বংস হবে, হিংসুক নিজের আগুনে জ্বলবে, মৃত্যুর সময় সহজতা হবে, কবরে আনন্দিত থাকবে, নেকীর পাল্লা ভারী হবে, পুলসিরাতে চলা সহজ হবে।

(২) ফজরের নামাযের পর পা না সরিয়ে বসে থেকে **আল্লাহ তায়ালা**র যিকিরে লিপ্ত থাকবে, এমনকি সূর্য উদয়ের বিশ পঁচিশ মিনিট অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর দুই রাকাত নফল নামায পড়বে, পরিপূর্ণ হজ্জ ও ওমরার সাওয়াব লাভ করবে।[১]

মাগরীবের নামাযের পর

ফরয পড়ে ছয় রাকাত একই নিয়্যতে পড়বে, প্রতি দুই রাকাতে আত্তাহিয়্যাত ও দরূদ শরীফ এবং দোয়া আর প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম রাকাত "سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ" দ্বারা শুরু করবে, এতে প্রথম দুই রাকাত সুন্নাতে মুয়াক্কাদা হবে, অবশিষ্ট চার রাকাত নফল হবে। এটিই সালাতুল আওয়াবিন (তথা তাওবাকারীদের নামায) এবং **আল্লাহ তায়ালা** আওয়াবিন আদায়কারীর জন্য (তথা তাওবাকারীদের নামায) ক্ষমাশীল।[২]

রাত্রিকালিন

(অর্থাৎ সূর্যাস্ত থেকে সকাল উদিত হওয়া পর্যন্ত যেকোন সময়)

(১) **সূরা মুলক**। কবরের আযাব থেকে মুক্তি।[৩]

(২) **সূরা ইয়াসিন**। ক্ষমা লাভ।[৪]

---

১. (সুনানে তিরমিযী, কিতাবুস সফর, বাবু যিকরি মা ইয়াসতাহাব মিনাল জুলুস..., হাদীস: ৫৮৬, ২য় খন্ড, ১০০ পৃষ্ঠা)

২. (দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সালাত, বাবুল বিতর ওয়ান নাওয়াফিল, মাতলাব ফিস সুনান ওয়ান নাওয়াফিল, ২য় খন্ড, ৫৪৭ পৃষ্ঠা ও আল মু'জামুল আওসাত লিত তাবারানি, বাবুল মীম, হাদীস: ৭২৪৫, ৫ম খন্ড, ২৫৫ পৃষ্ঠা)

৩. (সুনানে তিরমিযী, কিতাবু ফাযায়িলে কোরআন, বাবু মাজাআ ফি ফদলি সূরাতুল মুলক, হাদীস: ২৮৯৯, ৪র্থ খন্ড, ৪০৭ পৃষ্ঠা)

৪. (শুয়াবুল ঈমান লিল বায়হাকী, বাবু ফি তাযিমিল কোরআন, ফসলু ফি ফাযায়িলিল সুর ওয়াল আয়াত, হাদীস: ২৪৫৮, ২য় খন্ড, ৪৭৯ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৩) **সূরা ওয়াকিয়া**। দারিদ্রতা থেকে নিরাপত্তা।[১]

(৪) **সূরা দুখান**।

সকালে এমনভাবে উঠবে যে, সত্তর হাজার ফিরিশতা তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে।[২]

ইশার নামাযের পর

(১)

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَآ اَمَرْتَنَآ اَنْ نُّصَلِّيَ عَلَيْهِ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا هُوَ اَهْلُهٗ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى رُوْحِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِى الْاَرْوَاحِ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى جَسَدِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِى الْاَجْسَادِ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى قَبْرِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِى الْقُبُوْرِ[৩]

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ[৪]

---

১. (শুয়াবুল ঈমান লিল বায়হাকী, বাবু ফি তাযিমিল কোরআন, ফসলু ফি ফাযায়িলিল সুর ওয়াল আয়াত, ২য় খন্ড, ৪৯১ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ২৪৯৭)

২. (সুনানে তিরমিযী, কিতাবু ফাযায়িলে কোরআন, বাবু মাজা ফি ফদলে হা মিম দুখান, ৪র্থ খন্ড, ৪০৬ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ২৮৯৭)

৩. (সাআদাতুদ দারাঈন, তাতমাতু ফিল ফাওয়ায়িদিল লাতি তাফিদু রুইয়ান নাবি صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم, ৪৪৪ পৃষ্ঠা)

৪. অনুবাদঃ **হে আল্লাহ**! আমাদের **আক্বা মুহাম্মদ** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ অবতীর্ণ করো, যেমনটি **তুমি** আমাদেরকে তাঁর প্রতি দরূদ প্রেরণ করার আদেশ দিয়েছো, **হে আল্লাহ**! আমাদের **আক্বা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি রহমত অবতীর্ণ করো, যেমনটি তিনি এর উপযুক্ত, **হে আল্লাহ**! আমাদের **আক্বা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ অবতীর্ণ করো, যেমনটি **তুমি তাঁর** জন্য পছন্দ করো, **হে আল্লাহ**! রূহ সমূহের মধ্যে আমাদের **আক্বা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রূহ মোবারকের প্রতি রহমত অবতীর্ণ করো, **হে আল্লাহ**! শরীর সমূহের মধ্যে আমাদের **আক্বা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মোবারক শরীরের প্রতি রহমত অবতীর্ণ করো, **হে আল্লাহ**! কবর সমূহের মধ্যে আমাদের **আক্বা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী কবরে রহমত অবতীর্ণ করো, **হে আল্লাহ**! আমাদের **আক্বা ও মাওলা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি রহমত অবতীর্ণ করো।

www.dawateislami.net

বিজোড় সংখ্যক যতবার সম্ভব, **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে এরচেয়ে উত্তম বাক্য আর নেই, কিন্তু একনিষ্ঠভাবে রাসূলের শানে সম্মান প্রদর্শনের নিয়্যতে পড়ুন, এই নিয়্যতকেও স্থান দিবেন না যে, আমার যিয়ারত হবে, মূলত **তাঁর** দয়া খুবই বিশাল।

ফিরাক ও ওয়াসাল ছে খোয়াহি রিযায়ে দোস্ত তলব,
কেহ হাইফ বাশদ আয ও গাইরে আও তামান্নায়ি। (১)

মুখ মদীনা শরীফের দিকে থাকবে এবং অন্তর **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দিকে, হাত বেঁধে পাঠ করুন, এই কল্পনা করুন যে, নূরানী রওযার সামনে উপস্থিত এবং দৃঢ় বিশ্বাস করুন যে, **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে দেখছেন, তার আওয়াজ শুনছেন, তার মনের কল্পনারাজি সম্পর্কে অবগত আছেন।

(২)

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَالْحَیُّ الْقَیُّوْمُ ط اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّیْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِیْنَ ط صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ اَبَدًا عَلَى النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ وَاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِیْنَ ط اَللّٰهُ اَللّٰهُ اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا غَوْثُ يَا غَوْثُ يَا غَوْثُ (২) একশতবার।

গুনাহের ক্ষমা, দুনিয়াবী ও আখিরাতের আপদ থেকে মুক্তি ও পরিচ্ছন্ন অন্তরের জন্য।

---

১. অর্থাৎ সাক্ষাৎ ও বিচ্ছেদের উদ্দেশ্যই বা কি! মাহবুবের খুশির আকাঙ্খা হোক, বন্ধু থেকে এছাড়া আর কিছুর আকাঙ্খা করা আফসোসের বিষয়।

২. **অনুবাদঃ আল্লাহ**, যিনি ব্যতিত কোন মাবুদ নেই, **তিনি** স্বয়ং জীবিত এবং অপরকে প্রতিষ্ঠিতকারী, **আল্লাহ**, যিনি ব্যতিত কোন মাবুদ নেই, খুবই দয়ালু ও মেহেরবান, **হে আল্লাহ**! তুমি ছাড়া কোন মাবুদ নেই, পবিত্রতা তোমার জন্যই, নিশ্চয় আমি অত্যাচারিদের অন্তর্ভূক্ত, **হে আল্লাহ**! স্থায়ী দরূদ ও সালাম এবং বরকত অবতীর্ণ করো **উম্মি নবীর** প্রতি এবং **তাঁর** পরিবারের প্রতি আর **তাঁর** সাহাবীদের প্রতি, **আল্লাহ তায়ালা, আল্লাহ তায়ালা, আল্লাহ তায়ালা, আল্লাহ** ছাড়া কোন মাবুদ নেই, **মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **আল্লাহ তায়ালার রাসূল, আল্লাহ তায়ালা তাঁর** প্রতি রহমত ও নিরাপত্তা অবতীর্ণ করো। হে প্রার্থনা কবুলকারী! হে প্রার্থনা কবুলকারী! হে প্রার্থনা কবুলকারী!

www.dawateislami.net

শোয়ার সময়

(১) **আয়াতুল কুরসী** [১] একবার। যতক্ষণ ঘুমিয়ে থাকবে, **আল্লাহ**র নিরাপত্তায় থাকবে, তার ঘর এবং আশেপাশের ঘর সমূহ চুরি থেকে নিরাপদ থাকবে, জ্বিন ও ভূত প্রবেশ করবে না।[২]

(২) **তাসবীহে হযরত ফাতিমা** رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا। [৩] সকালে উৎফুল্ল হয়ে উঠবে এবং এর উপকারীতা অসংখ্য।[৪]

(৩) **সূরা ফাতিহা** [৫] ও **সূরা ইখলাস** [৬] একবার করে।[৭]

---

১. اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلۡحَیُّ الۡقَیُّوۡمُ ۚ لَا تَاۡخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوۡمٌ ؕ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الۡاَرۡضِ ؕ مَنۡ ذَا الَّذِیۡ یَشۡفَعُ عِنۡدَهٗۤ اِلَّا بِاِذۡنِهٖ ؕ یَعۡلَمُ مَا بَیۡنَ اَیۡدِیۡهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُمۡ ۚ وَلَا یُحِیۡطُوۡنَ بِشَیۡءٍ مِّنۡ عِلۡمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ کُرۡسِیُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضَ ۚ وَلَا یَـُٔوۡدُهٗ حِفۡظُهُمَا ۚ وَهُوَ الۡعَلِیُّ الۡعَظِیۡمُ ﴿۲۵۵﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ আল্লাহ, যিনি ব্যতীত অন্য কোন মাবুদ নেই। তিনি নিজেই জীবিত এবং অন্যান্যাদের তত্ত্বাবধায়ক। তাঁকে না তন্দ্রা স্পর্শ করে, না নিদ্রা। তাঁরই, যা কিছু আসমানসমূহে রয়েছে এবং যা কিছু যমীনে। সে কে, যে তাঁর সম্মুখে সুপারিশ করবে, তাঁর অনুমতি ব্যতিরেকে? (তিনি) জানেন যা কিছু তাদের সম্মুখে রয়েছে এবং যা কিছু তাদের পেছনে। আর তারা পায়না তাঁর জ্ঞান থেকে, কিন্তু যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন। তাঁর 'কুরসী' আসমানসমূহ ও যমীন ব্যাপী এবং তাঁর জন্য ভারী নয় এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ। তিনিই উচ্চ, মহা মর্যাদাসম্পন্ন। **(পারা ৩, সূরা বাকারা, আয়াত ২৫৫)**

২. (শুয়াবুল ঈমান লিল বায়হাকী, বাবু ফি তাযিমিল কোরআন, ফসলে ফি ফাযায়িলিস সুর ওয়াল আয়াত, হাদীস: ২৩৯৫, ২য় খন্ড, ৪৫৮ পৃষ্ঠা)

৩. سُبۡحٰنَ اللّٰہِ ৩৩ বার, اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ ৩৩বার, اَللّٰہُ اَکۡبَرُ ৩৪বার।

৪. সহীহ মুসলিম, কিতাবুয যিকিরে ওয়াদ দোয়া ওয়াত তাওবা ওয়াল ইস্তিগফার, বাবুত তাসবীহ আউয়ালুন নাহার ওয়া এনদান নাওম, হাদীস: ২৭২৮, ১৪৬০ পৃষ্ঠা।

৫. اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ ۙ﴿۱﴾ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ۙ﴿۲﴾ مٰلِكِ یَوۡمِ الدِّیۡنِ ؕ﴿۳﴾ اِیَّاكَ نَعۡبُدُ وَاِیَّاكَ نَسۡتَعِیۡنُ ؕ﴿۴﴾ اِهۡدِنَا الصِّرَاطَ الۡمُسۡتَقِیۡمَ ۙ﴿۵﴾ صِرَاطَ الَّذِیۡنَ اَنۡعَمۡتَ عَلَیۡهِمۡ ۙ غَیۡرِ الۡمَغۡضُوۡبِ عَلَیۡهِمۡ وَلَا الضَّآلِّیۡنَ ﴿۷﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ সমস্ত প্রশংসা **আল্লাহ**র প্রতি, যিনি মালিক সমস্ত জগদ্বাসীর; পরম দয়ালু, করুণাময়। প্রতিদান দিবসের মালিক। আমরা (যেন) তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি। আমাদেরকে সোজা পথে পরিচালিত করো, তাঁদেরই পথে, যাঁদের উপর তুমি অনুগ্রহ করেছ; তাদের পথে নয়, যাদের উপর গযব নিপতিত হয়েছে এবং পথভ্রষ্টদের পথেও নয়। **(পারা ১, সূরা ফাতিহা)**

৬. قُلۡ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۚ﴿۱﴾ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۚ﴿۲﴾ لَمۡ یَلِدۡ ۙ وَلَمۡ یُوۡلَدۡ ۙ﴿۳﴾ وَلَمۡ یَكُنۡ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ﴿۴﴾

(পারা ৩০, সূরা ইখলাস)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ আপনি বলুন, '**তিনি আল্লাহ, তিনি** এক, **আল্লাহ** পরমুখাপেক্ষী নন; না **তাঁর** কোন সন্তান আছে এবং না **তিনি** কারো থেকে জন্মগ্রহণ করেছেন, এবং না আছে কেউ **তাঁর** সমকক্ষ হবার'।

৭. (জামেইস সগীর লিস সুয়ুতী, হরফুল হামযা, হাদীস: ৮৯২, ৬১ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৪) সূরা বাকারার শুরু থেকে مُفْلِحُوْنَ পর্যন্ত।[১] এবং اٰمَنَ الرَّسُوْلُ থেকে শেষ পর্যন্ত।[২] এই দু'টির উপকারীতা অসংখ্য।[৩]

১. الٓمّٓ ﴿۱﴾ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿۲﴾ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿۳﴾ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ﴿۴﴾ اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ ۗ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿۵﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: সে-ই উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন কিতাব (কোরআন) কোন সন্দেহের ক্ষেত্র নয়। তাতে হিদায়ত রয়েছে খোদাভীতিসম্পন্নদের জন্য। তারাই, যারা না দেখে ঈমান আনে নামায কায়েম রাখে এবং আমার দেয়া জীবিকা থেকে আমার পথে ব্যয় করে এবং তারাই, যারা ঈমান আনে এর উপর যা, হে মাহবুব! আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা আপনার পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে আর পরলোকের উপর নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে। সে সব লোক তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে হিদায়তের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তারাই লক্ষ্যস্থলে পৌঁছবে।

(পারা ১, সূরা বাকারা, আয়াত ১-৫)

২. اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ؕ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ ۫ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۫ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ۫ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ﴿۲۸۵﴾ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ؕ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ؕ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ وَاعْفُ عَنَّا ۟ وَاغْفِرْ لَنَا ۟ وَارْحَمْنَا ۟ اَنْتَ مَوْلٰىنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۲۸۶﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: রাসূল ঈমান এনেছেন সেটার উপর, যা তাঁর প্রতিপালকের নিকট থেকে তাঁর উপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং মু'মিনগণও। সবাই মান্য করেছে **আল্লাহ**, তাঁর ফিরিশতাগণ, তার কিতাবসমূহ এবং তার রাসূলগণকে, এ কথা বলে যে, 'আমরা তার কোন রসূলের উপর ঈমান আনার মধ্যে তারতম্য করি না' আর আরয করেছে- 'আমরা শুনেছি ও মান্য করেছি। তোমার ক্ষমা হোক! হে আমাদের প্রতিপালক! আর তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।' **আল্লাহ** কোন আত্মার উপর বোঝা অর্পন করেন না, কিন্তু তার সাধ্য পরিমাণ। তার জন্য কল্যাণ-যেই ভালো সে উপার্জন করেছে, আর তার জন্য ক্ষতি- যেই মন্দ সে উপার্জন করেছে। হে প্রতিপালক আমাদের! আমাদেরকে পাকড়াও করো না যদি আমরা বিস্মৃত হই কিংবা ভুল করি। হে প্রতিপালক আমাদের! আমাদের উপর ভারী বোঝা রেখোনা, যেমন তুমি আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর রেখেছিলে। হে প্রতিপালক আমাদের! এবং আমাদের উপর ঐ বোঝা অর্পণ করো না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই; এবং আমাদের পাপ মোচন করো, আমাদেরকে ক্ষমা করো, আর আমাদের উপর দয়া করো। তুমি আমাদের মুনিব। সুতরাং কাফিরদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করো।

(পারা ১, সূরা বাকারা, আয়াত ২৮৫,২৮৬)

৩. (সহীহ বুখারী, কিতাবু ফাযায়িলিল কোরআন, বাবু ফদলিল বাকারা, ৩য় খন্ড, ৪০৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৫০০৯। ও শুয়াবুল ঈমান লিল বায়হাকী, বাবু ফি তাযিমিল কোরআন, ফসলে ফি ফাযায়িলিস সুর ওয়াল আয়াত, ২য় খন্ড, ৪৬৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৪১২)

www.dawateislami.net

(৫) اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا থেকে সূরা কাহাফে শেষ পর্যন্ত চার আয়াত।[১] রাতে বা সকালে যখনই জাগ্রত হওয়ার নিয়্যতে পাঠ করবে, চোখ খুলে যাবে।[২]

(৬) উভয় হাতের তালু প্রসারিত করে "তিন قُلْ"[৩] একবার করে পাঠ করে এতে ফুঁক দিয়ে মাথা এবং চেহারা ও বুকে এবং সামনে পেছনে যতটুকু হাত

---

১. اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنّٰتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴿۱۰۷﴾ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا لَا يَبْغُوْنَ عَنْهَا حِوَلًا ﴿۱۰۸﴾ قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمٰتِ رَبِّيْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمٰتُ رَبِّيْ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهٖ مَدَدًا ﴿۱۰۹﴾ قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰٓى اِلَيَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖٓ اَحَدًا ﴿۱۱۰﴾

(পারা ১৬, সূরা কাহাফ, আয়াত ১০৭-১১০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করছে, ফিরদাউসের বাগানই তাদের আতিথেয়তা। তারা সর্বদা তাতে থাকবে, তা থেকে স্থানান্তর কামনা করবে না। আপনি বলে দিন, 'যদি সমুদ্র আমার **রবে**র বাণীসমূহ লেখার জন্য কালি হয়, তবে অবশ্যই সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে যাবে আর আমার **রবে**র বাণীসমূহ শেষ হবে না, যদিও আমি অনুরূপ আরো (সমুদ্র) এর সাহায্যার্থে নিয়ে আসি। আপনি বলুন, 'প্রকাশ্য মানবীয় আকৃতিতে আমি তোমাদের মতো, আমার নিকট ওহী আসে যে, তোমাদের মা'বূদরই। সুতরাং যার আপন **রবের** সাথে সাক্ষাৎ করার আশা আছে তার উচিত যেন সে সৎকর্ম করে এবং সে যেন আপন **রবে**র ইবাদতে অন্য কাউকেও শরীক না করে।

২. (সুনানে দারামি, কিতাবু ফাযায়িলিল কোরআন, ২য় খন্ড, ৫৪৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৪০৬)

৩. قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۚ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۚ لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ۙ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۚ

(পারা ৩০, সূরা ইখলাস)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ আপনি বলুন, 'তিনি **আল্লাহ, তিনি** এক, **আল্লাহ** পরমুখাপেক্ষী নন; না **তাঁর** কোন সন্তান আছে এবং না **তিনি** কারো থেকে জন্মগ্রহণ করেছেন, এবং না আছে কেউ **তাঁর** সমকক্ষ হবার'।

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۙ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۙ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۙ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِي الْعُقَدِ ۙ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۚ

(পারা ৩০, সূরা ফালাক)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ আপনি বলুন, 'আমি তাঁরই আশ্রয় আশ্রয় নিচ্ছি। যিনি প্রভাতের সৃষ্টিকতা, তাঁর সৃষ্টিকুলের অনিষ্ট থেকে। এবং অন্ধকারাচ্ছন্নকারীর অনিষ্ট থেকে, যখন সেটা অস্তমিত হয়। এবং ঐসব নারীর অনিষ্ট থেকে, যারা গ্রন্থিসমূহে ফুৎকার দেয়। এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে, যখন সে আমার প্রতি হিংসাপরায়ণ হয়।

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۙ مَلِكِ النَّاسِ ۙ اِلٰهِ النَّاسِ ۙ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۙ الْخَنَّاسِ ۙ الَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۙ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ ۧ

(পারা ৩০, সূরা নাস)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ আপনি বলুন, 'আমি তাঁরই আশ্রয়ে এসেছি, যিনি সকল মানুষের প্রতিপালক, সকল মানুষের বাদশাহ, সকল মানুষের খোদা, তারই অনিষ্ট থেকে, যে অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয় এবং আত্মগোপন করে, যে মানুষের অন্তর সমূহে কু-প্ররোচনা ঢালে, জ্বিন ও মানুষ।

www.dawateislami.net

যাবে সমস্ত শরীরে বুলিয়ে নিবে, অতঃপর দ্বিতীয়বার ও তৃতীয়বার অনুরূপভাবে করবে, সকল বালা মুসিবত থেকে নিরাপদ থাকবে।[১]

(৭) **সূরা কাফিরুন**[২] এর মধ্য দিয়ে শেষ করবে। এরপর আর কোন কথাবার্তা বলবে না, যদি প্রয়োজন হয় তবে কথা বলে আবারো পাঠ করে নিন, যেনো এর মধ্য দিয়েই শেষ হয়।[৩] اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ

ঘুম থেকে উঠে

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْٓ اَحْیَانَا بَعْدَ مَآ اَمَاتَنَا وَاِلَیْهِ النُّشُوْرُ[৪]

কিয়ামতেও اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ **আল্লাহ তায়ালার** প্রশংসা করতে করতে উঠবে।

সতর্কতা: প্রথম থেকে এই পর্যন্ত যত দোয়া লিখা হয়েছে, প্রত্যেকটির পূর্বে ও পরে একবার করে দরূদ শরীফ পাঠ করা আবশ্যক।

তাহাজ্জুদ

ইশার ফরয পড়ার পর কিছুক্ষন ঘুমিয়ে ছিলো, অতঃপর রাতে সকাল উদিত হওয়ার পূর্বে যখনই চোখ খুলবে, যদিওবা রাতের নয়টা বাজে, বা শীতের দিনে পৌনে সাতটায় ইশার নামায পড়েই ঘুমিয়ে পড়লো এবং সাতটা, সোয়া সাতটায় চোখ খুলে গেলো, এটাই তাহাজ্জুদের সময়, ওযু করে কমপক্ষে দুই

---

১. (সহীহ বুখারী, কিতাবু ফাযায়িলিল কোরআন, বাবু ফদলিল মাউযাত, ৩য় খন্ড, ৪০৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৫০১৭। ও তাফসিরে রুহুল বয়ান, সূরা ইউসুফ, ৬৭ নং আয়াতের পাদটিকা, ৪র্থ খন্ড, ৬৫৯ পৃষ্ঠা)

২. قُلْ یٰۤاَیُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ۙ لَاۤ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ۙ وَلَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ ۚ وَلَاۤ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ۙ وَلَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ ؕ لَكُمْ دِیْنُكُمْ وَلِیَ دِیْنِ ۧ
(পারা ৩০, সূরা কাফিরুন)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আপনি বলুন 'হে কাফিরগণ! আমি ইবাদত করি না, যার তোমরা ইবাদত করো, এবং না তোমরা ইবাদত করো যার ইবাদত আমি করি, এবং না আমি ইবাদত করবো যার ইবাদত তোমরা করছো এবং না তোমরা ইবাদত করবে যার ইবাদত আমি করি। তোমাদের দ্বীন তোমাদের এবং আমার দ্বীন আমার।

৩. (জামেউস সগীর লিস সুয়ূতী, হরফুল হামযা, ২৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৬৭। ও ফয়যুল কদীর লিল মানাভী, হরফুল হামযা, ৩৬৭নং হাদীসের পাদটিকা, ১ম খন্ড, ৩২৪ পৃষ্ঠা)

৪. **অনুবাদ:** সকল প্রশংসা **আল্লাহ তায়ালার** জন্য **যিনি** আমাদেরকে মৃত্যুর (ঘুমের) পর জীবন (জাগ্রত হওয়া) দান করেছেন আর আমাদেরকে **তাঁরই** নিকট ফিরে যেতে হবে। (সহীহ বুখারী, কিতাবুদ দাওয়াত, বাবু মা ইয়াকাওলু ইযা নাম, হাদীস: ৬৩১২, ৪র্থ খন্ড, ১৯২ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাকাত নামায পড়ে নিন, তাহাজ্জুদ হয়ে গেলো এবং সুন্নাত হলো আট রাকাত।[১] এবং মাশায়িখদের অভ্যাস হলো ১২ রাকাত, কিরাত ইচ্ছার অধীন, যা ইচ্ছা পড়তে পারবে আর উত্তম হলো যে, কোরআনে মজীদ যতটুকু মুখস্ত রয়েছে তা সেই রাকাত সমূহে তিলাওয়াত করা, যদি সম্পূর্ণ মুখস্ত হয় তবে কমপক্ষে তিনরাত সর্বোচ্চ চল্লিশ রাতে খতম করা, মুখস্ত না হলে প্রতি রাকাতে তিনবার করে সূরা ইখলাস, যাতে যত রাকাত পড়বে ততবার খতমে কোরআনের সাওয়াব অর্জিত পাবে।

চার আঘাতের যিকির

চারজানু হয়ে বসুন, বাম যানুর কীমাস রগ, ডান পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি এবং এর পাশের আঙ্গুলের সাথে চেপে ধরুন, অতঃপর মাথা ঝুকিয়ে বাম গোড়ালী বরাবর নিয়ে গিয়ে 'لَ' এর লাম এখান থেকে শুরু করে ডান গোড়ালী বরাবর পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাবেন। এবার এখান থেকে 'اِلٰهَ' এর হামযা শুরু করে লামের পরের আলিফকে ডান কাঁধ পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাবেন আর 'ہ' কে ডান দিকে ভালভাবে মুখ ফিরিয়ে উচ্চারণ করুন। অতঃপর সেখান থেকে 'اِلَّا اللّٰہ' কে সর্বোচ্চ শক্তি দিয়ে অন্তরের উপর আঘাত করুন। একশবার, অথবা সামর্থ্য অনুযায়ী কম থেকে শুরু করুন অতঃপর সামর্থ্য ও সুযোগ অনুযায়ী বাড়াতে থাকুন, উত্তম হলো, দৈনিক পাঁচ হাজার আঘাত পর্যন্ত পৌঁছানো। যখন উষ্ণতা বাড়তে থাকবে, প্রতি একশ বারের পর একবার কিংবা তিনবার **'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحٰبِهٖ وَسَلَّم' পড়ে নেবেন, প্রশান্তি অনুভব করবেন। তবে সূচনাকারীর যতক্ষণ পর্যন্ত অন্তরের মরিচা দূর হবে না, ততক্ষন খাঁটি উত্তপ্ততার মুখাপেক্ষী থাকবে।

এই যিকিরটি এমন সময়ে বা এমন স্থানে হতে হবে, যেখানে রিয়া না আসে, কোন নামাযি, যিকিরকারী বা রোগী অথবা ঘুমন্ত ব্যক্তির অসুবিধা যেনো না হয়, যদি দেখা যাচ্ছে যে, রিয়া আসছে তবে ছেড়ে দিবেন না এবং রিয়ার

১. (রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সালাত, বাবুল বিতর ওয়ান নাওয়াফিল, মতলব ফি সালাতুল লাইল, ২য় খন্ড, ৫৬৬-৫৬৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

খেয়ালকে দূর করে দিন, **আল্লাহ তায়ালার** পক্ষ থেকে **তাঁর নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ওসীলা দিয়ে ফিরে আসুন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ রিয়া থেকে নিরাপদ থাকবেন বা রিয়া দূর হয়ে যাবে।

যিকিরে খফী (নীরব যিকির)

দুইজানু হয়ে চোখ বন্ধ করুন, জিহবাকে তালুর সাথে লাগিয়ে নিন যে, নড়াচড়া করবেন না, কেবল কল্পনার মাধ্যমে, নিশ্বাসের শব্দও যেনো শুনা না যায়, এই পাঁচটি পদ্ধতি থেকে যেটা ইচ্ছা গ্রহণ করুন, তবে মাঝে মাঝে একেএকে পাঁচটিই অবলম্বন করুন:

(১) মাথা ঝুকিয়ে নাভী থেকে 'لَا' এর লাম বের করে মাথা ধীরে ধীরে উপরে উঠাতে উঠাতে 'اِلٰهَ' এর 'ہ' কে মস্তিষ্ক পর্যন্ত নিয়ে যান এবং সাথে সাথে 'اِلَّا الله' এর প্রথম হামযা সেখান থেকেই শুরু করে এর আঘাত নাভী, বা অন্তরে করুন।

(২) অনুরূপভাবে 'لَآاِلٰهَ اِلَّا هُوْ' এতে দ্বিতীয় অংশ 'اِلَّا هُوْ' হবে।

(৩) শুধু 'اِلَّا اللهُ' কে প্রথম হামযা নাভী থেকে উঠিয়ে 'اِلَّا الْ' মস্তিষ্ক পর্যন্ত নিয়ে যান এবং সাথে সাথে 'لَهْ' সেখান থেকে নিয়ে নাভী বা অন্তরের উপর আঘাত করুন।

(৪) শুধুমাত্র 'اَللهُ' এর প্রথম হামযা নাভী থেকে শুরু করে 'لَا' কে মস্তিষ্ক পর্যন্ত নিয়ে যান এবং নিয়মানুযায়ী 'ہ' কে আঘাত করুন।

(৫) শুধু اَللهْ সাকিন বিশিষ্ট হাকে প্রথম হামযা নাভী থেকে উঠিয়ে 'اَلْم' মস্তিষ্ক পর্যন্ত এবং 'لَاہْ' এর আঘাত। এটি একশত বার থেকে শুরু করে সামর্থ্য অনুযায়ী হাজারবার পর্যন্ত নিয়ে যান এবং এই পাঁচটির মধ্যে উত্তম হচ্ছে প্রথম পদ্ধতিটি। এই পদ্ধতিটি এই কারণেই উপকারী যে, এতে ইখফা করা হচ্ছে, রুমূযে লিখছে, অধম বিশেষ করে নিজের তরীকার ভাইদের জন্য এটি প্রসার করেছি।

www.dawateislami.net

সার্বক্ষণিক আল্লাহর স্মরণ

এই পাঁচটি পদ্ধতি থেকে যেটি ইচ্ছা, প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসের সময় দাঁড়িয়ে বসে, চলতে ফিরতে, অযু অবস্থায় ও অযু বিহীন বরং প্রাকৃতিক ডাক সারার সময়ও লক্ষ্য রাখবে। যাতে এর অভ্যাস গড়ে উঠে এবং কষ্ট করতে না হয়, আর ঘুমের সময়ও যেন প্রত্যেক নিঃশ্বাসের সাথে যিকির অব্যাহত থাকে।

শায়খের ধ্যান

একাকীত্বে কোলাহল থেকে দূরে, শায়খের বাসস্থানের দিকে মুখ করে, যদি ইন্তেকাল হয়ে থাকে, তবে যেদিকে শায়খের মাযার সেদিকে মুখ করে বসবে, একেবারে চুপচাপ, আদব সহকারে, অত্যন্ত বিনম্রতার সহিত শায়খের আকৃতির ধ্যান করবে এবং নিজেকে তাঁর সামনে উপস্থিত মনে করবে আর মনে মনে এই ধারণা পোষণ করবে যে, **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم থেকে নূর ও ফয়েয শায়খের অন্তরে প্রবাহিত হচ্ছে, আমার অন্তর শায়খের অন্তরের নিচে ভিক্ষুকের ন্যায় লেগে আছে, এ থেকে নূর ও ফয়েয উপচে আমার অন্তরে আসছে। এই ধ্যানকে বৃদ্ধি করুন, যেন স্থায়ী হয়ে না যায় এবং কষ্ট করতে না হয়। এর ফলে শায়খের আকৃতি স্বয়ং রূপ ধারণ করে মুরীদের সাথে থাকবে এবং সকল কাজে সাহায্য করবে আর এই পথে যে অসুবিধার সে সম্মুখিন হবে এর সমাধান বলে দিবেন।

সাবধানতাঃ যিকির ও ওযীফার লিপ্ত হওয়ার পূর্বে যদি কাযা নামায কিংবা কাযা রোযা থাকে, যতদূর সম্ভব যেগুলো আদায় করে দেওয়া অত্যন্ত জরুরী। যার উপর ফরজ অবশিষ্ট রয়ে গেছে, তার নফল এবং মুস্তাহাব কাজে আসে না বরং কবুলই হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত ফরজ আদায় না করে। যিকিরের জন্য তিনটি সহায়ক অভ্যাস প্রয়োজন। তাকলীলে তা'আম (কম খাওয়া), তাকলীলে কালাম (কম কথা বলা) তাকলীলে মানাম (কম ঘুমনো)।

আল্লাহ তৌফিক দিক

অধম আহমদ রযা কাদেরী غفرله

৫ মুহাররমুল হারাম, ১৩৩৮ হিজরি।

www.dawateislami.net

তথ্যসূত্র

কিতাবের নাম	লিখক	প্রকাশনা
কোরআনে মজীদ	আল্লাহ তায়ালার বাণী	বারাকাত রযা, ভারত
কানযুল ঈমান	আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা বেরলভী ১৩৪০ হিজরি	বারাকাত রযা, ভারত
দুররে মনসুর	ইমাম জালালুদ্দিন আব্দুর রহমান সুয়ুতী ৯১১ হিজরি	দারূল ফিকির, বৈরুত
তাফসিরে রুহুল বয়ান	ইমাম ইসমাঈল হক্কী বিন মুস্তফা আল বারুসুই ১১৩৭ হিজরি	কোয়েটা
সহীহ বুখারী	ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বুখারী ২৫৬ হিজরি	দারূল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
সহীহ মুসলিম	ইমাম আবুল হোসাইন মুসলিম বিন হাজ্জাজ আল কুশাইরী ২৬১ হিজরি	দারু ইবনে হাযম, বৈরুত
সুনানে ইবনে মাজাহ	ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইয়াজিদ ইবনে মাজাহ ২৭৩ হিজরি	দারূল ফিকির, বৈরুত
সুনানে আবু দাউদ	ইমাম আবু দাউদ সুলাইমান বিন আশআশ ২৭৫ হিজরি	দারূল ফিকির, বৈরুত
সুনানে তিরমিযী	ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ বিন ঈসা তিরমিযী ২৭৯ হিজরি	দারূল ফিকির, বৈরুত
আল মুসান্নিফ	হাফিয আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন আবী শেয়বা আল কূফী ২৩৫ হিজরি	দারূল ফিকির, বৈরুত
আল মুসনাদ	ইমাম আহমদ বিন হাম্বল ২৪১ হিজরি	দারূল ফিকির, বৈরুত
সুনানে দারামী	ইমাম আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান আদ দারামী ২৫৫ হিজরি	দারূল ফিকির, বৈরুত
সুনানে কুবরা	ইমাম আবু আব্দুর রহমান আহমদ নাসাঈ ৩০৩ হিজরি	দারূল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
আল মুসনাদ	ইমাম আবু ইয়ালা আহমদ বিন আলী মাওসালী ৩০৭ হিজরি	দারূল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
আল মুজামুল কবীর	ইমাম আবুল কাসিম সুলাইমান বিন আহমদ তাবারানী ৩৬০ হিজরি	দারু ইহইয়াউ তুরাসিল আরাবী
আল মুজামুল আওসাত	ইমাম আবুল কাসিম সুলাইমান বিন আহমদ তাবারানী ৩৬০ হিজরি	দারূল ফিকির, বৈরুত
আমলুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাতি	হাফিয আবু বকর আহমদ বিন মুহাম্মদ আদ দীনুরী ৩৬৪ হিজরি	দারুল কিতাবুল আরাবী
আল মুস্তাদরিক	ইমাম মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ আল হাকেম আন নিশাপুরী ৪০৫ হিজরি	দারূল মারেফা, বৈরুত
হিলইয়াতুল আউলিয়া	ইমাম আবু নাঈম আহমদ বিন আব্দুল্লাহ আসবাহানী ৪৩০ হিজরি	দারূল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
শুয়াবুল ঈমান	ইমাম আবু বকর আহমদ বিন আল হোসাইন আল বায়হাকী ৪৫৮ হিজরি	দারূল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
ফিরদাউসুল আখবার	হাফিয আবু শিজা শেরওইয়া বিন শহর দারূল দায়লামী ৫০৯ হিজরি	দারূল ফিকির, বৈরুত
বিতারতীবে সহীহ ইবনে হাব্বান	আমীর আলাউদ্দিন আলী বিন বুলবুলান ফারেসী ৭৩৯ হিজরি	দারূল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
মিশকাতুল মাসাবিহ	ইমাম মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ খতীব তিবরিযি ৭৪২ হিজরি	দারূল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
মাজমুয়ায যাওয়ায়িদ	ইমাম নুরুদ্দীন আলী বিন আবী বকর ৮০৭ হিজরি	দারূল ফিকির, বৈরুত
জামেউস সাগীর	ইমাম জালালুদ্দীন আব্দুর রহমান সূয়ুতী ৯১১ হিজরি	দারূল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
কাশফুল খফা	ইমাম শায়খ ইসমাঈল বিন মুহাম্মদ জারাহী ১১৬২ হিজরি	দারূল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
ফয়যুল কদীর	ইমাম মুহাম্মদ আব্দুর রউফ মুনাভী ১০৩১ হিজরি	দারূল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
দুররুল মুখতার	ইমাম আলাউদ্দীন মুহাম্মদ বিন আলী হাসকাফী ১০৮৮ হিজরি	দারূল মারেফা, বৈরুত
রদ্দুল মুহতার	মুহাম্মদ আমিন বিন ওমর আল মারুফ ইবনে আবেদীন ১২৫২ হিজরি	দারূল মারেফা, বৈরুত
সাআদাতুদ দারাঈন	ইমাম ইউসুফ বিন ইসমাইল নাবহানী ১৩৫০ হিজরি	দারূল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

সুন্নাতের বাহার

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুবাসিত মাদানী পরিবেশে অসংখ্য সুন্নাত শিক্ষা অর্জন ও শিক্ষা প্রদান করা হয়। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ইশার নামাযের পর আপনার শহরে অনুষ্ঠিত **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় **আল্লাহ্ তায়ালা**র সন্তুষ্টির জন্য ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে সারারাত অতিবাহিত করার মাদানী অনুরোধ রইলো। আশিকানে রাসুলের সাথে মাদানী কাফেলায় সাওয়াবের নিয়্যতে সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য সফর এবং প্রতিদিন ফিক্‌রে মদীনা করার মাধ্যমে মাদানী ইন্‌আমাতের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম তারিখে নিজ এলাকার যিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে ঈমানের হিফাযত, গুনাহের প্রতি ঘৃণা, সুন্নাতের অনুসরনের মন-মানসিকতা সৃষ্টি হবে।

প্রত্যেক ইসলামী ভাই নিজের মধ্যে এই মাদানী যেহেন তৈরী করুন যে, **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।"** اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইন্‌আমাতের উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য মাদানী কাফেলায় সফর করতে হবে। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭১২৬৭১৪৪৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com
bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net